২। ঐতিহাসিক উপন্যাসের উদ্ভবের ইতিহাস সম্পর্কে যা জানেন লিখুন।
৩। ঐতিহাসিক উপন্যাস সম্পর্কে ডঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের মন্তব্যটি লিখুন।
৪। যে কোন সুজন ঔপন্যাসিকের ঐতিহাসিক উপন্যাস সম্পর্কে নিজের ভাষায় লিখুন।
৫। শূন্যস্থান পূরণ করুন।
(ক) —— রস ও —— রসের মধ্যে সম্পর্ক রচনা করে তার পটভূমিকায় মানবজীবনের সুখ-দুঃখ, আশা-আকাঙ্খার ছবি অঙ্কনই —— ঔপন্যাসিকের লক্ষ্য।
(খ) ঐতিহাসিক উপন্যাসকে —— ভাগ করা হয় —— ও ——।
(গ) সেদিক দিয়ে বিচার করলে —— বঙ্কিমের —— ও —— ঐতিহাসিক উপন্যাস।

৬। সঠিক উত্তরে টিক ( ) চিহ্ন দিন।

(ক) "ঐতিহাসিক উপন্যাস" গ্রন্থটির রচয়িতা—
(১) ভূদেব
(২) বঙ্কিমচন্দ্র
(৩) শরদিন্দু

(খ) বঙ্কিমের "রাজসিংহ"—
(১) শুদ্ধ ঐতিহাসিক উপন্যাস
(২) মিশ্র ঐতিহাসিক উপন্যাস
(৩) রাষ্ট্রনৈতিক ঐতিহাসিক উপন্যাস

(গ) ত্রিপুরার রাজবংশের কাহিনী পাওয়া যায়—
(১) রাজর্ষি
(২) বৌঠুকুরাণীর হাট
(৩) শশাঙ্ক

(ঘ) চিত্রকবর্মা কোন উপন্যাসের চরিত্র—
(১) কালের মন্দিরা
(২) রাজর্ষি
(৩) রাধা

(ঙ) সিপাহীবিদ্রোহের ছবি পাওয়া যায়—
(১) বহ্নিকন্যা
(২) পদসঞ্চার
(৩) রক্তরাগ

৯৪.১২ উত্তরমালা

অনুশীলনী-১

১-৩ নম্বর প্রশ্নের উত্তরের জন্য মূলপাঠ ১-এর প্রতিটি অনুচ্ছেদ ভালো করে পড়ুন।
৪। (ক) উভয়কেই
(খ) বোকাচিও
(গ) ১৮৫৮

৫। (ক) কথাসাহিত্য, উপন্যাস
(খ) আখ্যানকে, দুভাগে
(গ) নভেল, উৎপত্তি, নভেলা

অনুশীলনী-২

১-৩ নম্বর প্রশ্নের উত্তরের জন্য মূলপাঠ ২-এর প্রাসঙ্গিক অনুচ্ছেদগুলি ভালো করে পড়ুন, তাহলেই উত্তর করতে পারবেন।

৪। (ক) বিষবৃক্ষ, সামাজিক
(খ) প্রথম, চোখের বালি, ১৯০৩
(গ) অন্তর্জলীযাত্রা

৫। (ক) বিষবৃক্ষ
(খ) মহাশ্বেতা দেবী
(গ) গহীন গাঙ

অনুশীলনী-৩

১-৪ নম্বর প্রশ্নের উত্তরের জন্য মূলপাঠ ৩-এর প্রাসঙ্গিক অনুচ্ছেদগুলি ভালো করে পড়ুন, তাহলেই উত্তর করতে পারবেন।

৫। (ক) ইতিহাস, মানব, ঐতিহাসিক
(খ) দুভাগে, শুদ্ধ, মিশ্র
(গ) রাজসিংহ, সর্বপ্রথম, সর্বশ্রেষ্ঠ

৬। (ক) ভূদেব
(খ) রাষ্ট্রনৈতিক বিষয় কেন্দ্রিক ঐতিহাসিক উপন্যাস
(গ) রাজর্ষি
(ঘ) কালের মন্দিরা
(ঙ) বহ্নিকন্যা

৯৪.১৩ গ্রন্থপঞ্জি

(১) শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়— বঙ্গসাহিত্যে-উপন্যাসের ধারা।
(২) অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়— বাংলা সাহিত্যের সম্পূর্ণ ইতিবৃত্ত।
(৩) সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায় — বাংলা উপন্যাসের কালান্তর।
(৪) শ্রীশচন্দ্র দাশ — সাহিত্য সন্দর্শন।
(৫) শুদ্ধসত্ত্ব বসু — বাংলা সাহিত্যের নানারুপ।
(৬) উজ্জ্বল মজুমদার — সাহিত্যের রুপরীতি।

একক ৯৫ ❑ আত্মজৈবনিক উপন্যাস, কাব্যধর্মী উপন্যাস ও পত্রোপন্যাস

গঠন

৯৫.১ উদ্দেশ্য

৯৫.২ প্রস্তাবনা

৯৫.৩ মূলপাঠ-১ আত্মজৈবনিক উপন্যাসের সংজ্ঞা ও বিকাশের ধারা

৯৫.৪ সারাংশ-১

৯৫.৫ অনুশীলনী- ১

৯৫.৬ মূলপাঠ - ২ কাব্যধর্মী উপন্যাসের সংজ্ঞা ও বিকাশের ধারা

৯৫.৭ সারাংশ - ২

৯৫.৮ অনুশীলনী - ২

৯৫.৯ মূলপাঠ - ৩ পত্রোপন্যাসের সংজ্ঞা ও বিকাশের ধারা

৯৫.১০ সারাংশ - ৩

৯৫.১১ অনুশীলনী - ৩

৯৫.১২ উত্তরমালা

৯৫.১৩ গ্রন্থপঞ্জি

৯৫.১ উদ্দেশ্য

এই এককটি পাঠ করলে আপনি উপন্যাসের আরো তিনটি প্রকার সম্পর্কে ধারণা পাবেন। আপনি যত্নসহকারে এটি পাঠ করুন এবং অনুশীলনীগুলির যথাযথ উত্তর দিতে চেষ্টা করুন। এই এককটি থেকে আপনি-

- আত্মজৈবনিক, কাব্যধর্মী এবং পত্রোপন্যাস সম্পর্কে জানবেন।
- এই উপন্যাসগুলি সম্পর্কে আলোচনা করতে পারবেন।
- উপন্যাসের এই তিনটি শাখার বিভিন্ন ঔপন্যাসিকের উপন্যাস নিয়ে আলোচনা করতে পারবেন।

৯৫.২ প্রস্তাবনা

আগের এককে আপনারা উপন্যাসের দুটি বিভাগ সম্পর্কে জানতে পেরেছেন। এই এককটিকেও আগের এককটির মতো তিনটি ভাগে ভাগ করা হয়েছে। প্রথমভাগে আত্মজৈবনিক উপন্যাসের সংজ্ঞা আলোচনা করা হয়েছে। এছাড়া এখানে উল্লেখযোগ্য কিছু আত্মজৈবনিক উপন্যাসও আলোচিত হয়েছে।

দ্বিতীয়ভাগে কাব্যধর্মী উপন্যাস নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে এবং বাংলাসাহিত্যের কিছু উল্লেখযোগ্য কাব্যধর্মী উপন্যাসের আলোচনাও এখানে আছে।

তৃতীয়ভাগে পত্রোপন্যাসের সংজ্ঞা প্রথমে দিয়ে তারপরে উল্লেখযোগ কিছু পত্রোপন্যাস সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে।

আপনি এই এককটি মনোযোগ সহকারে পড়ুন। তিনটি ভাগ পড়ার পর আপনি নিশ্চয় অনুশীলনীর যথাযথ উত্তর দিতে পারবেন। প্রয়োজনে উত্তর-সংকেত দেখুন।

৯৫.৩ মূলপাঠ- ১ আত্মজৈবনিক উপন্যাসের সংজ্ঞা ও বিকাশের ধারা

যে ধরনের উপন্যাসে লেখকের নিজের ছবি ফুটে ওঠে, উপন্যাসের ঘটনা ও চরিত্রগুলি লেখককে স্মৃতি রোমন্থন করতে সাহায্য করে, লেখক তাঁর জীবনের পুরোনো কথাকে স্মরণ করেন, সেই ধরনের উপন্যাসকে আত্মজৈবনিক উপন্যাস বলা হয়। যেহেতু এই জাতীয় উপন্যাসে লেখক অকপটে তাঁর জীবনের কথা প্রকাশ করেন, তাই পাঠকদের কাছে এই জাতীয় উপন্যাসের একটা স্বতন্ত্র আকর্ষণ থাকে। যদিও লেখক কোনো চরিত্র বিশেষের মধ্যে দিয়ে নিজের জীবনকাহিনী বলে থাকেন, তবুও সেটা যে লেখকের জীবনকাহিনী তা বুঝতে পাঠকের কোনো অসুবিধা হয় না।

আত্মজীবনের এমন অনেক কথা থাকে, যা জনসমক্ষে প্রকাশ করার তাগিদ, লেখক নিজের মন থেকে পান এবং সেই সব কথা লেখক আত্মজৈবনিক উপন্যাসের মধ্যে দিয়ে প্রকাশ করে থাকেন।

এই প্রকারের উপন্যাসের কাহিনী নায়কের আশৈশব জীবনকাহিনী। তাই উপন্যাসের কাহিনী স্বভাবতই দীর্ঘ হয়ে থাকে। যেহেতু উপন্যাসে লেখক তাঁর নিজের জীবনকাহিনী বর্ণনা করেন, তাই মনে হয় লেখক এখানে অনেক বেশি স্বাধীন। তবে আত্মজীবনী যেন লেখকের ডায়েরী হয়ে না যায় - এই শর্তটি উপন্যাস লিখতে গিয়ে লেখককে অবশ্যই পালন করতে হবে।

আত্মজৈবনিক উপন্যাসে বহু ব্যক্তির সাক্ষাৎ মেলে, আবার সেইসব ব্যক্তি এবং বিভিন্ন ঘটনার ক্রিয়া প্রতিক্রিয়ার মধ্যে দিয়ে আত্মজীবনীর নায়কের ব্যক্তিস্বরূপ গড়ে ওঠে। উপন্যাসের মধ্যে এই ব্যক্তিস্বরূপের জন্ম থেকে বার্ধক্য পর্যন্ত ব্যক্তিটির "হয়ে ওঠা" কে আঁকা হয়।

আত্মজীবনীমূলক উপন্যাস উত্তম পুরুষে কাহিনী বর্ণনার কয়েকটি ত্রুটির প্রতি হেনরি জেমস্ তাঁর "The Princess Casanassima" গ্রন্থে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। প্রথমত, উত্তম পুরুষে কাহিনী বললে কাহিনী সংকীর্ণ একপেশে হয়ে পড়তে পারে। কারণ লেখকের দেখা চরিত্র তাঁর দৃষ্টিতেই সীমাবদ্ধ

হয়ে পড়ে। লেখক যদি নিরপেক্ষ থাকতেন, তবে হয়তো সেই চরিত্রের অন্যান্য দিকও উদঘাটিত হতে পারতো। দ্বিতীয়ত, বক্তার সঙ্গে বর্ণিত চরিত্রটির মনস্তত্ত্বগত পার্থক্য না থাকার জন্যই চরিত্র সম্পর্কে অনেক শিথিল কথাবার্তা এসে যায় যা কাহিনীর অগ্রগতিতে বাধা দান করে, ফলে উপন্যাসটি অতিকথনের দোষে নষ্ট হয়ে পড়তে পারে।

এবার আসা যাক আত্মজৈবনিক উপন্যাসের বিকাশ ধারায়—

শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের "শ্রীকান্ত" উপন্যাসটিকে আত্মজৈবনিক উপন্যাস বলা যায়। শরৎচন্দ্রই প্রথম আত্মকাহিনীর ছলে উপন্যাস লিখলেন। তিনি জীবনকে নানারূপে দেখেছিলেন। জীবন সম্পর্কে বহু অভিজ্ঞতাও তাঁর ছিল। বহু মানুষ এবং ঘটনার সংস্পর্শে তিনি এসেছিলেন। এই সমস্ত কিছুর বর্ণনা "শ্রীকান্ত" উপন্যাসে পাওয়া যায়। উপন্যাসটির মধ্যে বিভিন্ন নারী ও পুরুষ চরিত্রের সমাবেশ ঘটেছে, রাজনৈতিক পটভূমিতে পরাধীন দেশের জন্য বেদনার ছবিও উপন্যাসে পাওয়া যায় এবং উপন্যাসে শরৎচন্দ্রের ব্যক্তিজীবনের অনেক হারানো দিনের স্মৃতির রোমন্থনও আছে। তাই এই উপন্যাসটিকে আত্মজৈবনিক উপন্যাস বলা হয়, শ্মশানে অন্ধকার রাত্রি, সমুদ্রে সাইক্লোন-সব কিছুই তাঁর অভিজ্ঞতার ফসল।

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের "পথের পাঁচালী"কেও আমরা আত্মজৈবনিক উপন্যাস বলতে পারি। কিন্তু আত্মজৈবনিক উপন্যাসে লেখককে যেমন করে পাবার কথা তেমন করে আমরা বিভূতিভূষণকে উক্ত উপন্যাসে পাই না। অনেকের মতে উপন্যাসে অপুর মধ্যে বিভূতিভূষণের জীবনের সামান্যই প্রতিফলিত হতে পেরেছে এবং পরে অপু লেখকের কল্পনায় বিশ্বজীবনের অংশ হয়ে গেছে। বিভূতিভূষণ তাঁর "তৃণাঙ্কুর"-এ এক জায়গায় লিখেছেন, "অনেকে ভাবেন আমার জীবনের সঙ্গে বুঝি বই দু'খানির যোগ আছে - চরিত্রগুলি বোধ হয় জীবন থেকে নেওয়া। অবশ্য কতকটা যে আমার জীবনের সংযোগ আছে ঘটনাগুলির সঙ্গে, এবিষয়ে, ভুল নেই, কিন্তু সে যোগ খুব ঘনিষ্ঠ নয়- ভাসা ভাসা ধরণের।"

তবে উপন্যাসটিতে অপুর বাল্যজীবনের মধ্যে দিয়ে লেখক তার শৈশব এবং কৈশোর কালকেই ফুটিয়ে তুলেছেন। হরিহর হুবহু তাঁর পিতা মহানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতো কর্মে উদসীন, ভ্রমণ-পিপাসু এবং কথকতাই তার বৃত্তি। সর্বজয়া তাঁর মা মৃণালিনী দেবীর আদলে রচিত। এমনকি তাঁর পিতার জ্ঞাতি-সম্পর্কের এক বোন- মেনকা দেবীর আদলে তিনি ইন্দির-ঠাকরুণ চরিত্রটিকে এঁকেছেন। এছাড়া অপুর প্রকৃতিপ্রীতি, সৌন্দর্যমুগ্ধতা ইত্যাদি সবগুণই বিভূতিভূষণের মধ্যেও আমরা পাই।

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের "কালান্তর" ও আত্মজীবনীমূলক উপন্যাস। উপন্যাসের নায়ক গৌরীকান্ত তারাশঙ্করেরই ছদ্মনাম এবং গৌরীকান্তের মধ্য দিয়ে লেখকের অতীত জীবনের নানা ঘটনা, সাহিত্যকৃতি ইত্যাদি ফুটে উঠেছে। উপন্যাসের অধিকাংশ জুড়ে অতীত ঘটনার পুরনাবৃত্তি লক্ষ্য করা যায়। যার মধ্যে পুরাণকাহিনী আছে, কিংবদন্তী আছে, ইতিহাসের ছায়া আছে, বিভিন্ন ধর্মসম্প্রদায়ের মতাদর্শগত বিরোধ আছে। উপন্যাসে গৌরীকান্তের পুরাণবিলাস সম্পর্কে শান্তি যে মন্তব্য করেছে, তা যেন তারাশঙ্করের নিজেরই সমালোচনা।

সজনীকান্ত দাসের "অজয়" জীবনকাহিনীর ছদ্মবেশধারী উপন্যাস। উপন্যাসটি "পথের পাঁচালী"

ও "অপরাজিত"-র আদলে লেখা হয়েছে। উপন্যাসটিতে নায়ক অজয়ের শৈশব থেকে যৌবনের প্রণয় অভিজ্ঞতার ইতিহাস লিপিবদ্ধ হয়েছে।

প্রেমাঙ্কুর আতর্থীর "মহাস্থবির জাতক"-এ আত্মজীবনীর মধ্যে দিয়ে পূর্বস্মৃতির পর্যালোচনা করা হয়েছে। প্রথমখণ্ডে লেখকের শৈশব-স্মৃতির স্পর্শ, শিশুমনের নানা কল্পনা উপন্যাসটির আকর্ষণ ছিল। কিন্তু পরবর্তী খণ্ডগুলিতে লেখক যখন শৈশব ছাড়িয়ে কৈশোর ও যৌবনের দিনগুলির বর্ণনা করেছেন তখন উপন্যাসটির আকর্ষণ অনেক কমে গেছে। উপন্যাসের মধ্যে যে সব নর-নারী লেখকের পথের ধারে এসেছে, যে সব ঘটনা লেখককে কৌতুহলী করেছে সে সবের বর্ণনা এলেও তার মধ্যে লেখককে খুঁজে পাওয়া যায় না। উপন্যাসটি যেন পথচলার কাহিনীতে পরিণত হয়েছে এবং লেখক তার মধ্যে নিজেকে যেন হারিয়ে ফেলেছেন।

উপরে উল্লিখিত উপন্যাসগুলি ছাড়া আর এক ধরণের উপন্যাসকেও আত্মজৈবনিক উপন্যাস বলা যেতে পারে। যে উপন্যাসে পাত্র-পাত্রীরা নিজের কথা নিজেই বলে যায়, সেই উপন্যাসকেও আত্মজৈবনিক উপন্যাস বলা হয়। এখানে পাত্রপাত্রীদের উক্তির সাহায্যেই চরিত্র চিত্র ও আখ্যানভাগ গড়ে ওঠে। উক্তির প্রকারভেদে আত্মজৈবনিক উপন্যাসকে দুভাগে ভাগ করা হয়। (১) একাক্তিমূলক আত্মজৈবনিক উপন্যাস ও (২) অনেকোক্তিমূলক আত্মজৈবনিক উপন্যাস। ইংরাজী সাহিত্যে ডিকেন্সের "David Copperfield" একোক্তি মূলক উপন্যাস। হেনরি জেমসের "A small boy and others". "Notes of a son", "Middle Years" আত্মজীবনীমূলক উপন্যাস।

এবার আমরা বাংলাসাহিত্যের এইরকম কিছু আত্মজৈবনিক উপন্যাস সম্পর্কে আলোচনা করব।

প্রথমেই আসা যাক বঙ্কিমচন্দ্রের "রজনী" উপন্যাসটিতে। এখানে বিভিন্ন চরিত্রের উক্তির মধ্যে দিয়ে কাহিনী গড়ে উঠেছে। সাধারণত অনেকোক্তিমূলক উপন্যাসের গতি মন্থর হয়ে থাকে। কারণ একই ঘটনা সম্পর্কে বিভিন্ন লোকের মতামত এখানে প্রকাশ করতে হয়। কিন্তু "রজনী" উপন্যাসে কাহিনী অপ্রতিহত গতিতেই পরিণতির দিকে চলেছে। তবে বিভিন্ন বক্তার চরিত্রের মধ্যে ভাষাগত প্রভেদ লেখক রক্ষা করতে পারেননি বলে, অন্ধ রজনী সম্পর্কে বিভিন্ন বক্তার মতের সঙ্গে রজনীর নিজের মতের কোনো মিল পাওয়া যায় না।

বঙ্কিমচন্দ্রের "ইন্দিরা" উপন্যাসটিকে একোক্তিমূলক আত্মজৈবনিক উপন্যাস বলা যেতে পারে।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের "চতুরঙ্গ" উপন্যাসে শ্রীবিলাস-ই কাহিনীর বক্তা। সে যেভাবে ঘটনা ঘটতে দেখেছে, সেভাবেই সে বলে গেছে। এবং তার ব্যক্তিগত দৃষ্টিকোণ থেকেই সে জ্যাঠামশায়, শচীশ দামিনী প্রভৃতি চরিত্রগুলিকে বিচার করেছে।

রবীন্দ্রনাথের "ঘরে বাইরে" উপন্যাসটি অনেকগুলি আত্মকথার মধ্যে দিয়ে এগিয়ে গেছে। বিমলা, নিখিলেশ ও সন্দীপ এই তিনজন চরিত্রের উক্তির মধ্যে দিয়ে কাহিনীটি গড়ে উঠেছে।

সতীনাথ ভাদুড়ীর "জাগরী" উপন্যাসটি অনেকোক্তিমূলক আত্মজৈবনিক উপন্যাস। উপন্যাসটিতে কারাগারে বন্দী একজন স্বাধীনতা সংগ্রামীর চিত্র ফুটে উঠেছে।

সন্তোষকুমার ঘোষ আত্মজৈবনিক পদ্ধতিতে কিছু উপন্যাস রচনা করেছিলেন। তাঁর "কিনু গোয়ালার

গলি"-তে আত্মজৈবনিক উপন্যাসের কিছু উপাদান পাওয়া গেলেও, তা স্পষ্ট নয়। "স্বয়ং নায়ক" উপন্যাসেও আত্মজৈবনিক উপাদান পাওয়া যায়।

৯৫.৪ সারাংশ- ১

উপন্যাসে যেখানে নানা স্মৃতির মধ্যে দিয়ে লেখকের জীবনকাহিনী ফুটে ওঠে, এবং সেই স্মৃতির উন্মোচনে নানা ঘটনা ও চরিত্র লেখককে সাহায্য করে, সেই উপন্যাসকে আত্মজৈবনিক উপন্যাস বলা হয়। বিশেষ কোনো চরিত্রের মধ্যে দিয়ে লেখকের জীবনকাহিনী ফুটে উঠলেও সেই কাহিনী যে লেখকেরই জীবনের কাহিনী তা বুঝতে পাঠকের কোনো অসুবিধা হয় না। যেহেতু নিজের জীবনের কাহিনী এখানে লেখক লিখতে বসেন তাই লেখক এখানে অনেক বেশি স্বাধীন।

আত্মজৈবনিক উপন্যাসে স্বাভাবিক কারণেই দীর্ঘ হয়ে থাকে। বিভিন্ন ব্যক্তি এবং ঘটনার মধ্যে দিয়ে এই জাতীয় উপন্যাসের নায়কের ব্যক্তিস্বরূপ গড়ে ওঠে। ঘটনা পরম্পরায় এই ব্যক্তির যে বিবর্তন এখানে লিপিবদ্ধ করা হয় তার মধ্যে দিয়ে ব্যক্তিটির "হয়ে ওঠা" আঁকা হয়ে যায়।

কাহিনী এখানে যেহেতু উত্তমপুরুষে বর্ণিত হয় তাই কয়েকটি ত্রুটিও যেমন-চরিত্রের সীমাবদ্ধতা, অতিকথন ইত্যাদিও এই ধরণের উপন্যাসে দেখা যায়।

শরৎচন্দ্রের "শ্রীকান্ত" বাংলা সাহিত্যের প্রথম আত্মজৈবনিক উপন্যাস। এছাড়া বিভূতিভূষণের "পথের পাঁচালী", তারাশঙ্করের "কালান্তর", সজনীকান্ত দাসের "অজয়", প্রেমাঙ্কুর আতর্থীর "মহাস্থবির জাতক" ইত্যাদিও আত্মজৈবনিক উপন্যাস।

উপরিউক্ত উপন্যাসগুলি ছাড়া যে ধরণের উপন্যাসে পাত্রপাত্রী নিজের কথা নিজেই বলে যায়, সেই উপন্যাসকেও আত্মজৈবনিক উপন্যাস বলা হয়। এই জাতীয় উপন্যাস দুভাগে বিভক্ত।

(১) একোক্তিমূলক আত্মজৈবনিক উপন্যাস যেমন বঙ্কিমচন্দ্রের "ইন্দিরা", রবীন্দ্রনাথের "চতুরঙ্গ"।

(২) অনেকোক্তিমূলক আত্মজৈবনিক উপন্যাস যেমন-বঙ্কিমচন্দ্রের "রজনী", রবীন্দ্রনাথের "ঘরে বাইরে", সতীনাথ ভাদুড়ীর "জাগরী" ইত্যাদি।

৯৫.৫ অনুশীলনী- ১

নিচের প্রশ্নগুলির উত্তর করুন। উত্তর শেষে উত্তরমালার সঙ্গে মিলিয়ে দেখুন।

(১) আত্মজৈবনিক উপন্যাস কাকে বলে উদাহরণসহ ব্যাখ্যা করুন।

(২) বাংলা সাহিত্যের দুটি আত্মজৈবনিক উপন্যাস সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনা করুন।

(৩) বঙ্কিমচন্দ্রের "রজনী" ও "ইন্দিরা" কি জাতীয় উপন্যাস, আলোচনা করুন।

(৪) শূন্যস্থান পূরণ করুন ঃ

(ক) সাধারণত উপন্যাসের কাহিনী নায়কের বা গ্রন্থের প্রৌঢ় "——"-র আশৈশব জীবনকাহিনী।

(খ) তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের —— আত্মজীবনীমূলক উপন্যাস।

(গ) —— "অজয়" জীবনকাহিনীর ছদ্মবেশধারী উপন্যাস।

(৫) সঠিক উত্তরে টিক (✓) চিহ্ন দিন ঃ

(ক) আত্মজীবনীমূলক উপন্যাসের কয়েকটি ত্রুটির উল্লেখ করেছেন-(১) হেনরি জেমস্, (২) রবীন্দ্রনাথ, (৩) বঙ্কিমচন্দ্র

(খ) গৌরীকান্ত চরিত্রটি- (১) শ্রীকান্ত-এর, (২) ঘরে বাইরে-এর, (৩) কালান্তর-এর

(গ) জাগরী উপন্যাসটি-(১) একোক্তিমূলক, (২) আত্মজৈবনিক, (৩) অনেকোক্তিমূলক

৯৫.৬ মূলপাঠ- ২ কাব্যধর্মী উপন্যাসের সংজ্ঞা ও বিকাশের ধারা

কোনো কোনো উপন্যাসে ঔপন্যাসিক প্লট সম্পর্কে বিশেষ মনোযোগী হন না এবং পাঠককেও সে সম্পর্কে কৌতুহল সঞ্চারের সুযোগ দেন না। বর্ণনাকে মাধুর্যমণ্ডিত করে তোলায় বিশেষভাবে তৎপর হন। চরিত্র অপেক্ষা বর্ণনাই লেখকের কাছে প্রধান হয়ে ওঠে। এই ধরনের উপন্যাসকে কাব্যধর্মী উপন্যাস বলা হয়। সাধারণত কবিতার ভাষা যেমন স্নিগ্ধ, কোমল হয়, তেমনি কাব্যধর্মী উপন্যাসের ভাষাও স্নিগ্ধ কোমল হয়ে থাকে এবং তাতে গীতিকাব্যের লক্ষণ বিদ্যমান থাকে।

বাংলাসাহিত্যে প্রচুর কাব্যধর্মী উপন্যাসের সন্ধান পাওয়া যায়। রবীন্দ্রনাথ থেকে শুরু করে আরো অনেকে কাব্যধর্মী উপন্যাস রচনা করেছেন এবং আজও করে চলেছেন।

আরেকজাতীয় কাব্যধর্মী উপন্যাস পাওয়া যায়। যাকে আমরা কাব্যধর্মী উপন্যাস না বলে কাব্যোপন্যাস অর্থাৎ একই সঙ্গে কাব্য ও উপন্যাস বলতে পারি। এই জাতীয় উপন্যাসে ভাষা বিন্যাস ধর্ম কাব্যাশ্রয়ী হলেও, ঘটনা ও চরিত্রচিত্রণ উপন্যাসের লক্ষণাক্রান্ত। আনন্দ বাগচীর "স্বকালপুরুষ", নচিকেতা ভরদ্বাজের "অন্যরুপে রুপান্তর" ইত্যাদি ও জাতীয় কাব্যোপন্যাসের উদাহরণ।

আপাতত আমাদের আলোচ্য কাব্যোপন্যাস নয়, কাব্যধর্মী উপন্যাস। এবার আমরা বাংলাসাহিত্যের কিছু উল্লেখযোগ্য কাব্যধর্মী উপন্যাস সম্পর্কে আলোচনা করব।

প্রথমেই আসা যাক রবীন্দ্রনাথের কাব্যধর্মী উপন্যাস প্রসঙ্গে। তাঁর "যোগাযোগ" উপন্যাসে কুমুদিনী ও বিপ্রদাসের মধ্যে স্নেহ সম্পর্কটি, অপরুপ কবিত্বপূর্ণ ভাষায় বর্নিত হয়েছে। "চতুরঙ্গ" উপন্যাসে শচীশ-দামিনী-শ্রীবিলাসের সম্পর্ক, "ঘরে-বাইরে" উপন্যাসে বিমলা ও সন্দীপের আকর্ষণ এ সবেরই অবস্থান যেন উপন্যাসের চেয়ে কাব্যজগতের এলাকায়। তবে রবীন্দ্রনাথের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য কাব্যধর্মী উপন্যাস "শেষের কবিতা"। অমিত-লাবণ্যের চির অতৃপ্ত প্রেম এখানে কাব্যধর্মী ভাষায় প্রকাশিত হয়েছে। উপন্যাসটি যেন Browning-এর অমর কবিতা "Two in the Campagna"-এর সুর বাঁধা। তারই মর্মকথার কবিত্বপূর্ণ উদাহরণ সংবলিত ব্যাখ্যা এখানে পাওয়া যায়। উপরিউক্ত উপন্যাসগুলি পড়তে পড়তে মনে হয় কোনো কবি ঔপন্যাসিকের হাত থেকে কলম কেড়ে নিয়ে উপন্যাসের ফাঁকে কাব্যের বাঁশী বাজিয়ে তুলেছেন।

ঔপন্যাসিক বনফুল দুখানি উল্লেখযোগ্য কাব্যধর্মী উপন্যাস রচনা করেছিলেন। সেদুটি হ'ল "রাত্রি" ও "লক্ষ্মীর আগমন"।

অতি-আধুনিক ঔপন্যাসিকদের মধ্যে বুদ্ধদেব বসু এবং অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত উল্লেখযোগ্য কিছু কাব্যধর্মী উপন্যাস রচনা করেছিলেন। এঁদের উপন্যাসের প্রধান বিশেষত্ব তা গভীরভাবে গীতিকাব্যধর্মী। উপন্যাসে যেসব ঘাত-প্রতিঘাত, ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া বর্ণনা করেছেন তাঁরা, তা একান্তভাবে গীতিকাব্যধর্মী। এমনকি তাঁদের দৃষ্টিভঙ্গীও কাব্যধর্মী। জীবনের বিশেষ মূহূর্তগূলিকে দেখার ভঙ্গীও এঁদের কাব্যনুপ্রেরিত। প্রথমে আলোচনায় আসি বুদ্ধদেব বসুর কাব্যধর্মী উপন্যাস প্রসঙ্গে।

বুদ্ধদেব বসুর "যেদিন ফুটলো কমল" উপন্যাসটির বহুস্থানই কাব্যময়। গদ্যের ঢঙে এখানে যেন কবিতাই লেখা হয়েছে। বিশেষ করে যেখানে বর্ষার কথা বলা হয়েছে, কিংবা রাত্রির অন্ধকারের স্বরুপ উদ্‌ঘাটন করাহয়েছে। শ্রীলতা ও পার্থপ্রতিমের সম্পর্ক ছিল সহপাঠীর। আস্তে আস্তে তা প্রেমের পর্যায়ে পরিণতি লাভ করেছে। উপন্যাসটির কাব্যময় প্রতিবেশের জন্য এবং তাদের ভালোবাসা আত্মসচেতন ভাবে বেড়ে ওঠায় সমস্ত ব্যাপারটা কাব্যের অধ্যায় হয়ে উঠেছে। উপন্যাসের শেষে তাই গীতিকাব্যের রেশই আমাদের অনুভূতিতে থেকে যায়।

তাঁর "একদা তুমি প্রিয়ে"-তে কাব্যলক্ষণ পাওয়া যায়। "বাসর ঘর" উপন্যাসেও মনস্তত্ত্ব অপেক্ষা কবিতারই প্রাধান্য লক্ষ্য করা যায়। কুন্তলা ও পরাশরের পূর্বরাগের মধ্যে কিছুটা মনস্তাত্ত্বিক সমস্যার ছবি থাকলেও, তা শেষ পর্যন্ত কাব্যধর্মী উপন্যাসে পর্যবসিত হয়েছে। কবিত্বের প্লাবন এসে মনস্তত্ত্বকে ভাসিয়ে নিয়ে গেছে। কুন্তলা-পরাশরের বিবাহিত জীবনের মুহূর্ত্তগুলি অসাধারণ কবিত্বপূর্ণ ভাষায় প্রকাশিত হয়েছে। চরিত্রের বৈশিষ্ট্য, ঘাত-প্রতিঘাত, প্রাত্যহিক জীবনযাত্রা সবই এখানে কাব্যময় হয়ে উঠেছে।

এবার আসা যাক অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তের কাব্যধর্মী উপন্যাসের প্রসঙ্গে। "আসমুদ্র" অচিন্ত্যকুমারের একটি উল্লেখযোগ্য কাব্যধর্মী উপন্যাস। কবিত্বের অতিপ্রাধান্য উপন্যাসের মধ্যে পাওয়া যায়। নববধূর প্রথম পরিচয়ের মধ্যে লেখক কাব্যময়তা ফুটিয়ে তুলেছেন,-"একটি শঙ্খের মধ্যে যেমন বিশাল সমুদ্রের নিঃশ্বাস শোনা যায়, তেমনি মেয়েটির মধ্যে নিমীলিত হয়ে আছে জীবনের বিচিত্রিত আবেগময়তা।" সৌম্য ও বনানীর মধ্যে যে রহস্যময় সম্বন্ধ গড়ে উঠেছে-তাও গীতিকাব্যেরই বিষয়।

"প্রচ্ছদপট" উপন্যাসটিকেও কাব্যধর্মী বলা যেতে পারে। শ্রীপর্ণা ও নিরঞ্জনের পূর্বরাগ, প্রেম, বিয়ের বর্ণনায় কাব্যোচ্ছ্বাসময় ভাষা আমরা পাই। পরবর্তী স্তরে শ্রীপর্ণীর পূর্বস্বামীর ঔরসজাত পুত্র আদিত্যের প্রতি তার অপত্যস্নেহের আতিশয্য এই নবজাত দাম্পত্য প্রেমকে অভিভূত করেছে।

অচিন্ত্যকুমারের "বেদে" উপন্যাসটির মধ্যেও কিছু কাব্যধর্মী লক্ষণ পাওয়া যায়। এছাড়া তাঁর "রুপসী রাত্রি" উপন্যাসটিতেও কাব্যধর্মিতার লক্ষণ আছে। বইটির বহিরঙ্গ উপন্যাস হলেও, অন্তরঙ্গে কাব্যানুভূতি প্রবল।

আমাদের আলোচিত পরবর্তী কাব্যধর্মী উপন্যাস হ'ল মনীন্দ্রলাল বসুর "রমলা"। উপন্যাসটির ঘটনা-শৃঙ্খল এবং মনস্তাত্ত্বিক কাহিনী অনেকটা রবীন্দ্রকাব্যেরই অন্তর্গত। এক প্রভাতে রজত ও মাধবীর প্রাতঃভ্রমণ এবং সেদিনই পূর্ণিমার সন্ধ্যায় রজত ও রমলার মিলনের বর্ণনায় "সকালে মাধবীর সঙ্গে যাত্রার নীরবতার

সহিত, সে প্রভাতালোকদীপ্ত স্তব্ধতার সহিত" এই জ্যোৎস্নারাতের অভিসারের পার্থক্য লেখক অপূর্ব কাব্যময় বর্ণনার মধ্যে দিয়ে ফুটিয়ে তুলেছেন। রমলা এখানে রবীন্দ্রনাথের মানসসুন্দরীর মত বিশ্বের সমস্ত সৌন্দর্য্যের সঙ্গে একাত্ম হয়ে গেছে। মনীন্দ্রলাল বসুর ভাবকল্পনা, শব্দচিত্র, ঘটনা-বিবরণ সব কিছুর মধ্যেই রবীন্দ্রকাব্যের হুবহু প্রতিধ্বনি লক্ষ্য করা যায়। রজত ও রমলার বিয়ের পর মধুচন্দ্রিমা যাপনের বর্ণনায়ও কাব্যময়তার আস্বাদ পাওয়া যায়। কোনারক যাত্রার বর্ণনায় লেখক তাঁর সমস্ত কাব্যানুভূতি উজার করে দিয়েছেন। সবদিক মিলিয়ে উপন্যাসটি বাংলা সাহিত্যে এক শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করে আছে এবং "রমলা" উপন্যাসটি রবীন্দ্রনাথের কাব্যধর্মী উপন্যাসের প্রায় সমপ্রকৃতির।

মহাশ্বেতা ভট্টাচার্যের "মধুরে মধুর" উপন্যাসটিকেও আমরা কাব্যধর্মী উপন্যাস বলতে পারি। এছাড়া বঙ্কিমচন্দ্রের কিছু উপন্যাস, শরৎচন্দ্রের কিছু উপন্যাসেও কাব্যধর্ম লক্ষ্য করা যায়।

৯৫.৭ সারাংশ- ২

যে ধরনের উপন্যাসে লেখক প্লট এবং চরিত্রের চেয়ে বর্ণনাকে বেশি প্রাধান্য দেন এবং তাকেই মাধুর্যমণ্ডিত করে তোলেন, তাকে কাব্যধর্মী উপন্যাস বলা হয়। কাব্যধর্মী উপন্যাসের ভাষা কবিতার ভাষার মতোই স্নিগ্ধ ও কোমল হয় এবং তাতে গীতিকাব্যের লক্ষণও থাকে।

বাংলা সাহিত্যে আরেকজাতীয় কাব্যধর্মী উপন্যাস পাওয়া যায়, যাকে আমরা কাব্যোপন্যাস বলতে পারি। যে উপন্যাসে কাব্য ও উপন্যাসের লক্ষণ একইসঙ্গে পাওয়া, যায় তাকে কাব্যোপন্যাস বলা হয়।

বাংলাসাহিত্যে রবীন্দ্রনাথ থেকে শুরু করে অনেক ঔপন্যাসিকই কাব্যধর্মী উপন্যাস রচনা করেছেন। রবীন্দ্রনাথের কাব্যধর্মী উপন্যাসের মধ্যে প্রধান হ'ল "শেষের কবিতা"। এছাড়াও "যোগাযোগ", "চতুরঙ্গ" উপন্যাসেও কিছু পরিমাণে কাব্যধর্মিতার লক্ষণ পাওয়া যায়। বুদ্ধদেব বসু এবং অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তের কিছু উপন্যাস পাওয়া যায় যেগুলিকে আমরা কাব্যধর্মী উপন্যাস বলতে পারি। বুদ্ধদেব বসুর "যেদিন ফুটলো কমল", "একদা তুমি প্রিয়ে", অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তের "আসমুদ্র" উল্লেখযোগ্য কাবধর্মী উপন্যাস। এছাড়াও মণীন্দ্রলাল বসুর "রমলা", মহাশ্বেতা ভট্টাচার্যের "মধুরে মধুর", বনফুলের "রাত্রি", "লক্ষ্মীর আগমন"-ও কাব্যধর্মী উপন্যাস।

৯৫.৮ অনুশীলনী- ২

নিচের প্রশ্নগুলির উত্তর করুন। উত্তর শেষে উত্তরমালার সঙ্গে মিলিয়ে দেখুন।

(১) কাব্যধর্মী উপন্যাস কাকে বলে উদাহরণসহ বর্ণনা করুন। এই প্রসঙ্গে কাব্যোপন্যাসের সঙ্গে কাব্যধর্মী উপন্যাসের পার্থক্য বুঝিয়ে দিন।

(২) দুজন আধুনিক ঔপন্যাসিকদের কাব্যধর্মী উপন্যাস সম্পর্কে আলোচনা করুন।

(৩) শূন্যস্থান পূরণ করুন।

(ক) রবীন্দ্রনাথের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য কাব্যধর্মী উপন্যাস ——।

(খ) বুদ্ধদেব বসুর —— উপন্যাসটির বহুস্থানই ——।

(গ) —— অচিন্ত্যকুমারের একটি উল্লেখযোগ্য কাব্যধর্মী উপন্যাস।

৫। সঠিক উত্তরে টিক (✓) চিহ্ন দিন ঃ

(ক) "স্বকালরুপুষ" একটি - (১) কাব্যোপন্যাস, (২) কাব্যধর্মী উপন্যাস, (৩) উপন্যাস।

(খ) "রাত্রি" উপন্যাসটির রচয়িতা – (১) বনফুল, (২) অচিন্ত্যকুমার, (৩) মহাশ্বেতা ভট্টাচার্য।

৯৫.৯ মূলপাঠ- ৩ পত্রোপন্যাসের সংজ্ঞা ও বিকাশের ধারা

উপন্যাস যখন পত্রের সাহায্যে পরিবেশিত হয়, তখন তাকে পত্রোপন্যাস বলে। ইংরাজীতে এই জাতীয় উপন্যাসকে Epistolary Novel বলা হয়। এই জাতীয় উপন্যাসে, উপন্যাসের বিভিন্ন চরিত্রের লেখা পত্রাবলীর সাহায্যে কাহিনীর বিস্তৃতি সাধন করা হয়। যেহেতু বিবিধ চরিত্রের লেখা পত্রের সাহায্যে এই জাতীয় উপন্যাস গড়ে ওঠে, সেই হেতু পাঠক চরিত্রগুলির নানা অভিজ্ঞতার একটা পরিচয় লাভ করতে পারে যেমন, তেমনি সেই চরিত্রগুলির নানা অনুভব, মনের নানা অনুভূতির সঙ্গেও পাঠকের প্রত্যক্ষ যোগাযোগ ঘটে।

পত্রোপন্যাসের কাহিনী যেহেতু চিঠিপত্রের মাধ্যমেই বলা হয়ে থাকে, তাই চিঠিপত্রের লেখকদেরই আমরা কাহিনীর কথক বলতে পারি। ঔপন্যাসিক উপন্যাসটি লেখেন, কিন্তু কাহিনীর কথক হয় চিঠিপত্রের লেখকরা। সুতরাং বোঝা যাচ্ছে পত্রোপন্যাসে চরিত্ররাই প্রধান।

পত্রের লেখকের মতামত প্রকাশ পায় পত্রের মাধ্যমে আর অন্যপক্ষের কাজকর্ম, চিন্তা সম্পর্কে পাঠককে কল্পনার সাহায্য নিতে হয়। আবার অন্যচরিত্র যখন পত্র লেখেন, তখন তাঁর সেই চিঠির সাহায্যে পাঠক আপন কল্পনার মিল বা অমিল বুঝতে পারেন এবং সেই পরিপ্রেক্ষিতে পাঠক নিজের উপলব্ধির স্বরুপ বুঝে নিতে পারেন। এইভাবে উপন্যাসে বর্ণিত বিভিন্ন ঘটনার অন্তর্নিহিত তাৎপর্যের আলোয় একটি চরিত্র সম্পর্কে ধারণা করতে পাঠকের কোনো অসুবিধা হয় না।

ইংরাজী সাহিত্যে Samuel Richardson কে পত্রোপন্যাসের জনক বলা যেতে পারে। তাঁর লেখা "পামেলা" নামক পত্রোপন্যাসের মধ্যে দিয়ে এই ধরণের উপন্যাস লেখার প্রচলন হয়। উপন্যাসটি একটি ঝি-এর কাহিনী, মনিবপুত্রের সঙ্গে তার প্রণয়ঘটিত কাহিনী এখানে পত্রাকারে লিপিবদ্ধ হয়েছে। আসলে Richardson এর কাছে বহু ঝি, নারীশ্রমিক তাঁকে দিয়ে প্রেমপত্র লেখাতে আসতো। পরে Richardson কোনো প্রকাশকের কাছ থেকে কয়েকটি প্রেমপত্র লেখার অনুরোধ পেলে, "পামেলা" নামক প্রথম একটি পত্রোপন্যাস লেখেন। পরবর্তীকালে তিনি এই ধরনের আরো কয়েকটি পত্রোপন্যাস লেখেন যেগুলিও বেশ খ্যাতিলাভ করেছিল। সেগুলি হ'ল "Clarissa", "History of Charles Grandieon" ইত্যাদি।

বাংলা সাহিত্যে পত্রোপন্যাসের সংখ্যা খুবই অল্প। তবে খাঁটি পত্রোপন্যাসের নাম করতে হলে প্রথমেই বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়ের "পোনুর চিঠি" উপন্যাসটির কথা মনে আসে। এটি ঠিক উপন্যাস নয়, পত্রের সাহায্যে বিভূতিভূষণ এখানে হাস্যরসের সৃষ্টি করেছেন। একটি বালক নিজের জীবনের কয়েকটি সমস্যা

পুরীর জগন্নাথদেবকে জানানোর উদ্দেশ্যে তাঁর নামে একটি চিঠি লিখে ডাকবিভাগের কর্মচারীদের বিভ্রান্তিতে ফেলে দিয়েছিল। চিঠিটির মধ্যে দিয়ে ছেলেটির ভগবান বিশ্বাস অপেক্ষা অকালপক্কতাই প্রকাশ পেয়েছে।

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের "বিষবৃক্ষ" উপন্যাসের কিছু অংশ পত্রের সাহায্যে এগিয়ে গেছে। কয়েকটি পত্র উপন্যাসে পাওয়া যায়। যেমন-কমলমণির প্রতি সূর্যমুখীর পত্র, হরদেব ঘোষালকে নগেন্দ্র-র পত্র ইত্যাদি।

ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের "অন্তঃশীল" উপন্যাসের শেষের দিকের বেশ খানিকটা অংশ চিঠিপত্রের মধ্যে দিয়ে এগিয়ে গেছে। উপন্যাসের আসল বিষয় হ'ল সাবিত্রীর বন্ধু রমলার সঙ্গে খগেনবাবুর হৃদয়াবেগের সম্পর্ক গড়ে ওঠার কাহিনী। চিঠির মধ্যে দিয়ে খগেনবাবুর রমলার সাহচর্য পাবার আগ্রহ ফুটে উঠেছে। উপন্যাসটির শেষে সুজনকে লেখা চিঠিতে এই সুরই প্রতিধ্বনিত হয়েছে। যদিও রমলার উত্তরে প্রেমনিবেদন ব্যর্থ হয়েছে।

এছাড়া শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়ের "ক্রৌঞ্চ মিথুন" উপন্যাসটি অনেকখানি পত্রোপন্যাসের লক্ষণাক্রান্ত। তরুণকুমার ভাদুড়ীর 'সন্ধ্যাদীপের শিখা" উপন্যাসটিতে পত্রের মধ্যে দিয়েই কাহিনী অগ্রসর হয়েছে, তবে দু-এক জায়গায় লেখকের উক্তিও পাওয়া যায়।

তবে বাংলাসাহিত্যে প্রথম পত্রাকারে লেখা উপন্যাস হ'ল অম্বিকাচরণ গুপ্তের "পুরান কাগজ বা নথীর নকল"। ১৮৯৯ সালে এটি প্রকাশিত হয়। দক্ষিণ রাঢ়ের এক ঘরোয়া ঝগড়ার গল্প এখানে পত্রাকারে পরিবেশিত হয়েছে। তবে উক্ত উপন্যাসটিকে পত্রোপন্যাস অপেক্ষা ঐতিহাসিক উপন্যাস বলাই বেশি সঙ্গত হবে।

৯৫.১০ সারাংশ- ৩

পত্রোপন্যাসে উপন্যাসের নানা বিষয় পত্রের সাহায্যে প্রকাশিত হয় এবং সেই পত্রগুলির সাহায্যেই কাহিনীর বিস্তার ঘটে। এই জাতীয় উপন্যাসে চিঠিপত্রের লেখকদেরই কাহিনীর কথক বলা হয়ে থাকে এবং চরিত্ররাই উপন্যাসে প্রধান হয়ে ওঠে।

পত্রের লেখক নিজের মতামত যখন উপন্যাসে প্রকাশ করে থাকেন তখন অন্য চরিত্র সম্পর্কে পাঠককে কল্পনার আশ্রয় নিতে হয়। আবার অন্যচরিত্র যখন পত্র লেখেন, তখন সেই চরিত্রটি সম্পর্কে পাঠক তাঁর কল্পনাশক্তি মিলিয়ে নেন। এইভাবে উপন্যাসে বর্ণিত বিভিন্ন চরিত্র সম্পর্কে ধারণা করতে পাঠকের কোনো অসুবিধা হয় না।

ইংরাজী সাহিত্যে Samuel Richardson-এর 'পামেলা' উপন্যাসটিকে প্রথম পত্রোপন্যাস বলা হয়। মনিবপুত্রের সঙ্গে ঝি-এর প্রণয়ঘটিত কাহিনী এখানে পত্রের মাধ্যমে প্রকাশিত হয়েছে।

বাংলাসাহিত্যের প্রথম পত্রোপন্যাস বলতে গেলে অম্বিকাচরণ গুপ্তের "পুরান কাগজ বা নথীর নকল"-এর নাম করতে হয়। তবে খাঁটি পত্রোপন্যাস বলতে গেলে বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়ের 'পোনুর

চিঠি'। এছাড়া বঙ্কিমচন্দ্রের "বিষবৃক্ষ", ধূর্জটিপ্রসাদের "অন্তঃশীলা"-র শেষাংশ, শৈলজানন্দের "ক্রৌঞ্চমিথুন", তরুণ ভাদুড়ীর "সন্ধ্যাপ্রদীপের শিখা" ইত্যাদিতে পত্রোপন্যাসের আংশিক পরিচয় মেলে।

৯৫.১১ অনুশীলনী- ৩

নিচের প্রশ্নগুলির উত্তর করুন। উত্তর শেষে উত্তরমালার সঙ্গে মিলিয়ে দেখুন।

(১) পত্রোপন্যাস কাকে বলে, উদাহরণসহ ব্যাখ্যা করুন।

(২) "পোনুর চিঠি" এবং "অন্তঃশীলা"-র মধ্যে কোথায় পত্রোপন্যাসের লক্ষণ ফুটে উঠেছে, তা বর্ণনা করুন।

(৩) শূন্যস্থান পূরণ করুন ঃ

(ক) খাঁটি পত্রোপন্যাসের নাম করতে হলে সবচেয়ে প্রথমেই —— মুখোপাধ্যায়ের —— উপন্যাসটির নাম করতে হয়।

(খ) বাংলাসাহিত্যে প্রথম পত্রাকারে লেখা উপন্যাস হ'ল—— গুপ্তের ——।

৪। সঠিক উত্তরে টিক (✓) চিহ্ন দিন ঃ

(ক) "সন্ধ্যাদীপের শিখা" উপন্যাসের রচয়িতা— (১) তরুণ ভাদুড়ী, (২) শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়, (৩) বঙ্কিমচন্দ্র

(খ) "অন্তঃশীলা"-র কোন অংশ পত্রোপন্যাসের লক্ষণাক্রান্ত — (১) শেষাংশ, (২) প্রথমাংশ, (৩) মধ্যাংশ।

৯৫.১২ উত্তরমালা

অনুশীলনী-১

১-৩ নম্বর প্রশ্নের উত্তরের জন্য মূলপাঠ-১-এর প্রাসঙ্গিক অনুচ্ছেদগুলি ভালো করে পড়ুন। তাহলেই উত্তর করতে পারবেন।

৪। (ক) 'আমি'

(খ) কালান্তর

(গ) সজনীকান্ত দাসের

৫। (ক) হেনরি জেমস্

(খ) কালান্তর-এর

(গ) অনেকোক্তিমূলক

অনুশীলনী-২

১এবং ২ নম্বর প্রশ্নের উত্তরের জন্য মূলপাঠ-২ এর প্রাসঙ্গিক অনুচ্ছেদগুলি ভালো করে পড়ুন। তাহলেই উত্তর করতে পারবেন।

(৩) (ক) শেষের কবিতা

(খ) সেদিন ফুটলো কমল, কাব্যময়

(গ) আসমুদ্র

৪। (ক) কাব্যোপন্যাস

(খ) বনফুল

অনুশীলনী-৩

১ এবং ২ নম্বর প্রশ্নের উত্তরের জন্য মূলপাঠ-৩এর প্রাসঙ্গিক অনুচ্ছেদগুলি ভালো করে পড়ুন। তাহলেই উত্তর করতে পারবেন।

৩। (ক) বিভূতিভূষণ, পোনুর চিঠি

(খ) অম্বিকাচরণ, "পুরান কাগজ বা নথীর নকল"

৪। (ক) তরুণ ভাদুড়ী

(খ) শেষাংশ

৯৫.১৩ গ্রন্থপঞ্জি

(১) শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়- বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা

(২) শ্রীশচন্দ্র দাশ - সাহিত্য সন্দর্শন

(৩) শুদ্ধসত্ত্ব বসু - বাংলা সাহিত্যের নানারুপ

(৪) উজ্জ্বল মজুমদার - সাহিত্যের রুপরীতি

একক ৯৬ ❑ কথাসাহিত্য ঃ ছোটগল্প, অতিপ্রাকৃত গল্প, উদ্ভট গল্প এবং সাংকেতিক ও প্রতীকধর্মী গল্প

গঠন

৯৬.১ উদ্দেশ্য

৯৬.২ প্রস্তাবনা

৯৬.৩ মূলপাঠ-

৯৬.৪ সারাংশ - ১

৯৬.৫ অনুশীলনী - ১

৯৬.৬ মূলপাঠ - ২ অতিপ্রাকৃত গল্পের সংজ্ঞা ও বিকাশের ধারা

৯৬.৭ সারাংশ - ২

৯৬.৮ অনুশীলনী - ২

৯৬.৯ মূলপাঠ - ৩ - উদ্ভট গল্পের সংজ্ঞা ও বিকাশের ধারা

৯৬.১০ সারাংশ - ৩

৯৬.১১ অনুশীলনী - ৩

৯৬.১২ মূলপাঠ - ৪ - সাংকেতিক ও প্রতীকধর্মী গল্পের সংজ্ঞা ও বিকাশের ধারা

৯৬.১৩ সারাংশ - ৪

৯৬.১৪ অনুশীলনী - ৪

৯৬.১৫ উত্তরমালা

৯৬.১৬ গ্রন্থপঞ্জি

৯৬.১ উদ্দেশ্য

এই এককটি পাঠ করলে আপনি কথাসাহিত্যের আরেকটি ভাগ গল্প সম্পর্কে জানতে পারবেন। এই এককটি যদি আপনি যত্নসহকারে পাঠ করেন তবে অনুশীলনীগুলির যথাযথ উত্তর দিতে পারবেন। আপনি এককটি পাঠ করলে—

- পাশ্চাত্য সাহিত্যে ছোটগল্পের উদ্ভব কিভাবে হ'ল তা জানতে পারবেন।
- বাংলা সাহিত্যে ছোটগল্পের উদ্ভব কিভাবে হ'ল, সে সম্পর্কে ধারণা পাবেন।

● বাংলা সাহিত্যের প্রথম যথার্থ ছোটগল্প কোনটি এবং কেন সেটিকে প্রথম যথার্থ ছোটগল্প বলা হয়, তা জানবেন।

● ছোটগল্পের তিনটি বিভাগ - অতিপ্রাকৃত, উদ্ভট এবং সাংকেতিক ও প্রতীকধর্মী ছোটগল্প সম্পর্কে ধারণা পাবেন।

● ছোটগল্পের এই তিনটি শাখার বিভিন্ন গল্পলেখকদের গল্পগুলি সম্পর্কে জানতে পারবেন।

৯৬.২ প্রস্তাবনা

আগের দুটি এককে আপনারা কথাসাহিত্যের একটি বিভাগ উপন্যাস এবং উপন্যাসের বিভিন্ন প্রকার সম্পর্কে জানতে পেরেছেন। এই এককে আপনারা কথাসাহিত্যের অপর বিভাগ গল্পের উদ্ভব কীভাবে হ'ল, তার ধারণা পাবেন। এই প্রসঙ্গে আপনারা পাশ্চাত্য এবং প্রাচ্য উভয় দেশের সাহিত্যে গল্পের কিভাবে উৎপত্তি হ'ল, সে সম্পর্কে আলোচনা করতে পারবেন।

এককটির দ্বিতীয়, তৃতীয় এবং চতুর্থ ভাগে অতিপ্রাকৃত গল্প, উদ্ভট গল্প এবং সাংকেতিক ও প্রতীকধর্মী গল্প কাকে বলে সে বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে। এরপরে গল্পের এই তিনটি বিভাগের কয়েকজন রচনাকারের নাম উল্লেখ করে তাঁদের উল্লেখযোগ্য কিছু গল্প সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে।

আপনি এই এককটির চারটি ভাগ মনোযোগ সহকারে পড়ুন। সবকটি ভাগ পড়ার পর *সঙ্গে দেওয়া* অনুশীলনীগুলির যথাযথ উত্তর আপনি নিশ্চয় দিতে পারবেন। প্রয়োজনে উত্তরমালার সঙ্গে মিলিয়ে নিন।

৯৬.৩ মূলপাঠ - ১ কথাসাহিত্য ঃ ছোটগল্পের সংজ্ঞা ও উদ্ভব

ছোটগল্প সাহিত্যের নবীন শাখা। যদিও গল্প মানুষের সভ্যতার মতোই পুরোনো। সভ্যতার শুরু থেকেই মানুষ গল্প বলেছে, শুনেছে। গল্পের প্রতি মানুষের কৌতূহল অনেকদিনের। তাই অন্যান্য শিল্প-অবয়বের আধারে গল্পরসের পরোক্ষ আস্বাদন অবিরাম চলেছে, ইতালীয় সাহিত্যে Gesta Romanorum, Baccacci Decameron, ইংরেজী সাহিত্যে বাইবেল, Chaucer -এর গল্প, AEsop's Fables, সংস্কৃতে বিষ্ণুশর্মার 'হিতোপদেশ', 'পঞ্চতন্ত্র', সোমদেবের 'কথাসরিৎসাগর', বৌদ্ধ সাহিত্যের 'জাতকের গল্প', 'দিব্যাবসান' প্রভৃতি গল্পের চিরন্তন আবেদনের সাক্ষ্যই বহন করছে।

ছোটগল্পের পূর্ণাঙ্গ সংজ্ঞা নির্দেশ করা কঠিন। যে-কোনো বিষয়কে নিয়েই ছোটগল্প রচনা করা যেতে পারে, অর্থাৎ জগতের সব কিছুই ছোটগল্পের বিষয়। আর সব কিছুর ছোটগল্প হয়ে ওঠার অপরিহার্য উপাদান হ'ল স্রষ্টার তীব্র ইচ্ছার একক শক্তি-প্রেরণা। ছোটগল্পতে অনাবশ্যক কথা, অনাবশ্যক চরিত্র, ঘটনা নিষ্ঠুরভাবে বর্জন করে লেখক শুধু একটি রসঘন নিবিড় মূহূর্তের জয়োল্লাস পরিকল্পনায় মগ্ন থাকেন। ছোটগল্পের প্রকৃতি ও গঠনরীতি সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন -

"ছোট প্রাণ ছোট ব্যথা ছোট ছোট দুঃখ কথা
নিতান্তই সহজ সরল
সহস্র বিস্মৃতি রাশি প্রত্যহ যেতেছে ভাসি
তারি দু'চারিটি অশ্রুজল।
নাহি বর্ণনার ছটা ঘটনার ঘনঘটা
নাহি তত্ত্ব নাহি উপদেশ
অন্তরে অতৃপ্তি রবে সাঙ্গা করি মনে হবে
শেষ হ'য়ে হইল না শেষ।"

আমেরিকার লেখক Washington Irving-এর Sketch Book রচনার কাল থেকে অর্থাৎ ১৮৯৯ খ্রীষ্টাব্দ থেকে আধুনিক ছোটগল্পের উদ্ভব কল্পনা করা হয়। তাঁর ছোটগল্প লেখার ইতিহাস গল্পের মতোই আকর্ষণীয়। ছোটবেলা থেকেই তাঁর দেশভ্রমণের শখ ছিল। সেই শখের ফলে একদিন তিনি ইউরোপে গিয়ে পৌঁছোলেন, কিন্তু টাকা-পয়সা তাঁর হাতে ছিল না। সেই সময় অর্থের প্রয়োজনেই তিনি Sketch Book-এর গল্পগুলি লিখেছিলেন। তার মধ্যে সার্থক ছোটগল্প লেখকের দুটি উপাদানই প্রচুর ছিল। প্রবহমান জীবনধারার বৈচিত্র্য বিস্তার ও পরিবর্তনশীলতার প্রতি তাঁর কৌতূহল ছিল অপরিসীম। তিনি তাঁর গল্পের উপাদান সংগ্রহ করতেন প্রাচীন বৃদ্ধাদের কাছ থেকে। Irving-এর নিজের দেশে Edgar Allen Poe এবং ইউরোপের পূর্ব প্রত্যন্তে রুশ কথাশিল্পী Gogol ছোটগল্পের কলা-কৃতিকে প্রথম পূর্ণ পরিণতি দিলেন। ছোটগল্প রচনার প্রথম পর্যায়ে এঁদের ভূমিকা অবশ্য স্মরণীয়।

বাংলা সাহিত্যে সাময়িক সাহিত্য পত্রিকার পথ বেয়ে ছোটগল্পের অসচেতন বিকাশ শুরু হয়। উপন্যাসের আধারে গল্প-রস পূর্ণাঙ্গ হলেও সাময়িক পত্রিকার পক্ষে তার পরিধি ছিল অতিমাত্রিক। তাই সীমিত পরিসরে গল্প পরিবেশনের জন্য ছোট আকৃতির উপন্যাস বা বড়োগল্পরচিত হতে থাকে। এগুলি থেকেই শিল্পীর অবচেতনার মধ্যে অজ্ঞাত মুহূর্তে ছোটগল্প জন্মলাভ করে। তাই দেখা যাচ্ছে বাংলা ছোটগল্পের প্রথম রচয়িতা যিনিই হোন না কেন, সাময়িক সাহিত্য পত্রিকাই তার যথার্থ ধাত্রী।

বাংলা ভাষায় "বঙ্গদর্শন" সাময়িক পত্রিকা হিসাবে নতুন যুগের পথিকৃৎ-ই শুধু নয়, নবজীবনের ধারাবাহকও। এই বঙ্গদর্শনের পৃষ্ঠাতেই প্রথম সার্থকনামা বাংলা ছোটগল্প প্রকাশিত হয়েছিল। ১২৮০ সালের জৈষ্ঠ্য মাসে গল্পটি প্রকাশিত হয়। গল্পটির নাম "মধুমতী"। গল্পের নীচে লেখকের নামের জায়গায় লেখা আছে, শ্রীপূঃ। ইনি ছিলেন বঙ্কিম সহোদর পূর্ণচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। 'মধুমতী'-ই বাংলা সাহিত্যের প্রথম যথার্থ ছোটগল্প। তবে গল্পটির মধ্যে বঙ্কিমচন্দ্রের বিভিন্ন রচনার প্রভাব লক্ষ্য করা যায়।

বঙ্গদর্শনে "মধুমতী" উপন্যাস রূপে অভিহিত হলেও "মধূমতী" গল্প। আগেই বলা হয়েছে গল্পটিতে বঙ্কিমচন্দ্রের প্রভাব লক্ষ্য করা যায়, লেখক হয়তো "ইন্দিরা"-র আদলে সংক্ষিপ্ত গল্প রূপে কাহিনীর পরিকল্পনা করেছিলেন। "বঙ্গদর্শন"-এ "ইন্দিরা"-র বিস্তার ১৮ পৃষ্ঠা। আর "মধুমতী"-র বিস্তৃতি ১৪ টির কিছু বেশি পৃষ্ঠা। তবে শুধু আয়তন সংক্ষিপ্তির জন্য "মধুমতী" ছোটগল্প নয়। উপন্যাস-শিল্প, আদ্যন্ত

জটিল জীবনের চিত্রণেই নিজের পরিপূর্ণতার সন্ধান করে। আর একটি সংক্ষিপ্ত মুহূর্তের সংহত আধারে জীবনের অখণ্ড গভীর পরিচয়টিকে বিম্বিত করে তোলা ছোটগল্পের কাজ। বঙ্কিমচন্দ্র ছিলেন জটিলতার অভিঘাত- সংকুল পূর্ণ জীবনের শিল্পী। তাই বাংলা সাহিত্যের প্রথম দক্ষ ঔপন্যাসিক তিনি। অপরদিকে পূর্ণচন্দ্র জীবনকে বঙ্কিম-রচিত সমস্যা -জটিলতার মধ্যে দিয়ে দেখলেও, তার সঙ্গে নিজের মনের সহজ সৌন্দর্য পিপাসা জড়িয়ে দিয়েছিলেন। কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্রের দেখা জীবনের বিস্তার তাঁর রচনায় হ্রস্ব হয়ে পড়েছে। সমকালীন সমাজ-জীবনের আগাগোড়া বিন্যাসের পরিবর্তে একটি মুহূর্ত লেককের কাছে প্রধান হয়ে উঠেছে। "মধুমতী" সার্থক ছোটগল্প হয়ে উঠতে পেরেছে।

গল্পটির কাহিনীতে সমকালীন জীবন সমস্যার ছায়া পড়েছে। ইংরেজি শিক্ষার প্রভাব ও প্রসারের অভিঘাত মধ্যযুগীয় সামাজিক সংস্কারের বনিয়াদকে ধাক্কা দিয়েছিল। শিক্ষিত, স্বাতন্ত্র্যসচেতন ব্যক্তিনারীর উদীয়মানতার পটভূমিতে নারী-জীবনের প্রাচীন সমস্যাগুলিকে নতুন করে যাচাই করে নিতে চেয়েছিল, সাহিত্যে যার প্রতিফলন ঘটেছিল। বঙ্কিমের উপন্যাসে এর বিস্তারিত চেহারাটা লক্ষ্য করা যায়। "মধুমতী" গল্পের লেখক সেই জটিল জীবন থেকে একটিমাত্র সমস্যাকে তুলে ধরেছেন গল্পের মধ্যে। এই কারণেই "মধুমতী" ছোটগল্পের চরিত্র নিয়ে প্রকট হয়েছে।

উপন্যাসের মতো ছোটোগল্পকেও বিষয়বস্তুর দিক থেকে কয়েকটি শ্রেণীতে ভাগ করা যায়। যেমন- সামাজিক, হাস্যরসাত্মক, অতিপ্রাকৃত, উদ্ভট, সাংকেতিক ও প্রতীকধর্মী, মনস্তাত্ত্বিক ইত্যাদি। আমাদের এখানে আলোচ্য তিনপ্রকার ছোট গল্প - অতিপ্রাকৃত, উদ্ভট, সাংকেতিক ও প্রতীকধর্মী। এই এককটিরই পরবর্তী তিনটি ভাগে আপনারা এই তিনপ্রকার ছোটগল্প সম্বন্ধে সম্যক ধারণা পাবেন।

৯৬.৪ সারাংশ ১

সাহিত্যের সবচেয়ে নবীন শাখা ছোটগল্প। গল্প বলা এবং শোনার রেওয়াজ সেই সভ্যতার আদিযুগ থেকেই চলে আসছে। পৃথিবীর বিভিন্ন সাহিত্যের দিকে তাকালে ছোটগল্পের চিরন্তন আবেদনের প্রমাণ পাওয়া যায়।

জগতের সমস্ত কিছুই ছোটগল্পের বিষয় বলে, যে কোন বিষয়কে নিয়েই ছোটগল্প রচিত হতে পারে। তবে ছোটগল্পের মধ্যে সর্বপ্রকার বাহুল্যকে বর্জন করে লেখক একটি বিশেষ মুহূর্তকে ফুটিয়ে তোলেন।

আধুনিক ছোটগল্পের উদ্ভব ১৮১৯ খ্রীষ্টাব্দে আমেরিকার লেখক Irving-এর 'Sketch Book' শীর্ষক রচনার ভিতর দিয়ে। বাংলাসাহিত্যে ছোটগল্পের উদ্ভব হয় সাময়িক পত্রিকার সূত্র ধরে। ১৮৮০ সনের জ্যৈষ্ঠ মাসে 'বঙ্গাদর্শন' পত্রিকায় প্রকাশিত পূর্ণচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের 'মধুমতী' গল্পটি বাংলা সাহিত্যের প্রথম ছোটগল্প। গল্পটির মধ্যে লেখক জীবনের সমস্যার সঙ্গে নিজের মনের সৌন্দর্যপিপাসা যুক্ত করেছেন। এই কারণে "মধুমতী" সার্থক ছোটগল্প হয়ে উঠেছে।

৯৬.৫ অনুশীলনী ১

নীচের প্রশ্নগুলির উত্তর করুন। উত্তর শেষে উত্তর সংকেতের সঙ্গে মিলিয়ে দেখুন।

(১) ছোটগল্পের উদ্ভব ও সংজ্ঞা বিষয়ে যা জানেন লিখুন।

(২) বাংলা সাহিত্যের প্রথম ছোটগল্প কোনটি উল্লেখ করে, সেটি কি সার্থক ছোটগল্প হয়েছে, তা নিজের ভাষায় লিখুন।

(৩) শূন্যস্থান পূরণ করুন ঃ

(ক) ছোটগল্প সাহিত্যের সবচেয়ে — শাখা।

(খ) বাংলা সাহিত্যে — সাহিত্য পত্রিকার পথ বেয়ে — অসচেতন বিকাশ শরু হয়।

(গ) — ই বাংলা সাহিত্যের — যথার্থ —।

(৪) সঠিক উত্তরে টিক (✓) চিহ্ন দিন।

(ক) "Sketch Book" প্রকাশিত হয় — (১) ১৮১৯
(২) ১৮১৮
(৩) ১৮২০

(খ) "মধুমতী" গল্পটির প্রকাশকাল — (১) ১২৮১
(২) ১৮২০
(৩) ১২৮০

৯৬.৬ মূলপাঠ - ২ অতিপ্রাকৃত গল্পের সংজ্ঞা ও বিকাশের ধারা

এমন ঘটনা ঘটে-যার ব্যাখ্যা বুদ্ধির সাহায্যে দেওয়া যায় না - সেইসব ঘটনাকে অতিপ্রাকৃত ঘটনা বলা হয়। সাহিত্যে অতিপ্রাকৃতের এক বিশেষ স্থান আছে।

অতিপ্রাকৃত ঘটনাকে অবলম্বন করে অজস্র গল্প রচিত হয়েছে। সাধারণত এই শ্রেণীর গল্পের অতিপ্রাকৃত বা অলৌকিক রহস্য গল্পটিকে আচ্ছন্ন করে রাখে। অতিপ্রাকৃত গল্পের কোনো ধরাবাঁধা সংজ্ঞা দেওয়া যায় না। তবে সাধারণ ভাবে বলা যায় যা প্রাকৃত নয় অর্থাৎ স্বাভাবিক নয়, তাই অতিপ্রাকৃত। তবে এ ধরণের গল্পের লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য হল, এই অতিপ্রাকৃত কাহিনী প্রকৃতিকে উল্লঙ্ঘন করলেও, প্রকৃতির সঙ্গে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন নয়। রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী বলেছেন, অতিপ্রাকৃতে বিশ্বাস করে মানুষ আনন্দ পায়। আর যারা তা বিশ্বাস করে না, তাদের অবিশ্বাস বুদ্ধির দ্বারা উপার্জিত।

অতিপ্রাকৃত কাহিনীর প্রতি মানুষের আকর্ষণ চিরকালীন যদিও কালে কালে অতিপ্রাকৃত কাহিনীর রূপ বদলে যায়। রামায়ণ-মহাভারতের সময় অতিপ্রাকৃত বলতে যা বোঝাত, একালের সঙ্গে তার কোনো মিল নেই। ভীতিরসই অতিপ্রাকৃত গল্পের প্রাণ। এই ভীতিরস সৃষ্টির জন্য লেখক এমন পরিবেশের সাহায্য নিয়ে থাকেন যা ভয়াবহ।

ইংরাজী সাহিত্যে Gogol-এর "Christmas Eve", H.G. Wells -এর "The Red Room", Mary Coleridge-এর "The king is Dead", "Long live the king" -ইত্যাদি উৎকৃষ্ট অতিপ্রাকৃত গল্প।

বাংলা সাহিত্যে সার্থক অতিপ্রাকৃত গল্প রবীন্দ্রনাথের পূর্বে বিরল। তবে ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায় অতিপ্রাকৃত উপাদান নিয়ে বেশ কিছু কাহিনী রচনা করেছিলেন। তাঁর অধিকাংশ রচনার উপাদান ভূত-প্রেত-দত্যি-দানো। তাঁর লেখা "কঙ্কাবতী" বাস্তবে-অবাস্তবে মেশানো এক অপূর্ব কাহিনী। কাহিনীর দ্বিতীয় ভাগে স্বপ্নময় জগতের বিচিত্র কাহিনী বর্ণিত হয়েছে। কঙ্কাবতী রোগশয্যায় যে স্বপ্ন দেখেছে, তা তার অবচেতন মনের ছায়া। খেতুকে মৃত্যুর মুখ থেকে ফিরিয়ে আনার জন্য কঙ্কাবতী যেসব চেষ্টা করেছে, তার মধ্যে অতিপ্রাকৃতের আমেজ আছে।

"মুক্তমালা"-র বহু গল্পে অতিপ্রাকৃত ঘটনার বর্ণনা আছে। "মেঘের কোলে ঝিকিমিকি সতী হাসে ফিকিফিকি" গল্পটি পূণর্জন্ম বিষয়ক। "পিঠে পার্বণে চীনে ভূত" গল্পটিতে অতিপ্রাকৃত রসের আমেজ আছে, তবে গল্পের উপসংহারে "স্বজাতি ও স্বদেশের" হিতসাধনের জন্য যেসব কথা বলা হয়েছে, তা অতিপ্রাকৃত রস-সৃষ্টিতে বাধার সৃষ্টি করেছে। তাঁর "পূজার ভূত" একটি সার্থক ও সুন্দর ভূতের গল্প। শরতের এক ঝড়-জলের সন্ধ্যায় অতীতের একটি কাহিনী যেভাবে শামীমাসীর মুখে বর্ণিত হয়েছে তা পড়তে পড়তে পাঠকের মন অজানা শঙ্কায় শিহরিত হয়ে ওঠে।

ত্রৈলোক্যনাথের পর আমরা চলে আসি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের অতিপ্রাকৃত গল্পের আলোচনায়। রবীন্দ্রনাথের লেখা অতিপ্রাকৃত গল্পগুলি হ'ল, "নিশীথে", "ক্ষুধিত পাষাণ" "মণিহারা", "সম্পত্তি সমর্পণ", "কঙ্কাল", "গুপ্তধন" "মাষ্টারমশাই" ইত্যাদি। এবারে আমরা গল্পগুলি সম্পর্কে একটু বিস্তৃত ভাবে আলোচনা করব।

"নিশীথে" গল্পের নামের মধ্যে দিয়েই এর বিষয়বস্তুর পরিচয় পাওয়া যায়। রবীন্দ্রনাথের লেখা এটিই প্রথম গল্প যেখানে তিনি অতিপ্রাকৃত শিহরণ সৃষ্টি করেছেন। রাত্রির অন্ধকারে দক্ষিণাচরণবাবু কেমন এক অজানা আশঙ্কায় ভীতি-বিহ্বল হয়ে পড়েন -তার বিবরণ আছে গল্পটিতে। রবীন্দ্রসাহিত্যে অতিপ্রাকৃত আবহাওয়া সৃষ্টির দিক থেকে গল্পটি স্মরণীয়।

"ক্ষুধিত পাষাণ" গল্পটিতে প্রাকৃত জীবনের ওপর অতিপ্রাকৃত ভূমিকা রচিত হয়েছে। গল্পের মধ্যে টুকরো টুকরো স্বপ্নের আবেগময় ঘটনাগুলিতে শিহরণ জাগে। অতিপ্রাকৃত পরিবেশের মধ্যে বাদশাহী যুগের সব ঐশ্বর্যের দীপ্তি, রাজকীয় আড়ম্বরের কেন্দ্রস্থ অবস্তু ক্রন্দন ও বহুযুগসঞ্চিত ক্ষুব্ধ দীর্ঘশ্বাসের সম্মিলিত ইঙ্গিত। গল্পটি বলা হয়েছে স্টেশনের বিশ্রামাগারে ট্রেন প্রতীক্ষার অবসরে। তাই গল্পটির হঠাৎ সমাপ্তিতে কোনো অসম্ভাব্যতা দেখা দেয়নি।

"মণিহারা" গল্পটিতে অতিপ্রাকৃত পরিবেশ পরিপূর্ণ ভাবে উদ্ভাসিত হয়েছে। সদ্য পত্নী বিয়োগে কাতর স্বামীর মনোবিকারের কাহিনী এখানে আছে। যিনি এর বর্ণনাকারী তাঁর চোখে স্বপ্নের কোনো মোহজাল নেই। পক্ষান্তরে আছে তীক্ষ্ণ বিশ্লেষণ শক্তি। গল্পের পরিণতিতে আছে বাস্তব সত্যের প্রাধান্য।

সংশয়, সন্দেহ ও অনিশ্চয়তার মধ্যে গল্পের সমাপ্তি। গল্পশেষে পাঠকের মনে হবে আমি কি এতক্ষণ কোনো স্বপ্ন দেখছিলাম।

"সম্পত্তি সমর্পণ" গল্পটি আমাদের দেশের একটি সংস্কারের উপর প্রতিষ্ঠিত। কোনো শিশুকে যদি কোনো কোষাগারের মধ্যে হত্যা করা হয় তাহলে সে যক্ষ হয়ে সেই ধন পাহারা দেয় -এই বিশ্বাসে এক বৃদ্ধ একটি শিশুকে অন্ধকার কক্ষে শ্বাস রুদ্ধ করে মারে - এ পর্যন্ত গল্পটি ভয়াবহ। শেষ পর্যন্ত বৃদ্ধের অনুতাপের মধ্যে দিয়ে গল্পটি শেষ হয়েছে।

"কঙ্কাল" গল্পটির শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত একটা ভুতুড়েপানার অনুভব ছড়িয়ে আছে। গল্প বর্ণিত চরিত্রের অপরূপ যুবতীর কণ্ঠে তার পূর্বপ্রণয়ের কাহিনী আবেগ ও উত্তাপের সঙ্গে বর্ণিত হয়েছে।

"গুপ্তধন" গল্পের মধ্যেও ভয়াবহ আবহাওয়া ও রহস্যপূর্ণ পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছে।

বাংলা সাহিত্যে এক শ্রেণীর অতিপ্রাকৃত গল্প আছে, যেখানে ভৌতিক অস্তিত্ব স্বীকার করেও যেমন অতিপ্রাকৃত রস আস্বাদন করা যায়, তেমনি ভৌতিক অস্তিত্বকে অস্বীকার করেও অপূর্ব রোমাঞ্চকর রস অনুভব করা যায়, "মাস্টারমশায়" সেরকমই একটি গল্প। গল্পটির 'ভূমিকা' অংশটিতেই অতিপ্রাকৃত ঘটনা বর্ণিত হয়েছে।

প্রমথ চৌধুরী কতকগুলি অতিপ্রাকৃত গল্প লিখেছিলেন। তাঁর শ্রেষ্ঠ অতিপ্রাকৃত গল্প "আহুতি"। গল্পটিতে কোথাও ভৌতিক ক্রিয়াকলাপ চোখে পড়ে না, ভূতের উপস্থিতিও নেই। তবে একটা করুণ কাতর ধ্বনি ও নির্মম অট্টহাস্যের কথা গল্পে বলা হয়েছে, তা আপাতদৃষ্টিতে ভৌতিক বলে মনে হলেও, সূক্ষ্মভাবে বিচার করলে বোঝা যাবে তা আসলে 'ঊনপঞ্চাশ বায়ু' সৃষ্ট শব্দ।

রবীন্দ্রনাথের সমকালে অনেকগুলো অতিপ্রাকৃত গল্প লিখেছিলেন বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁর অতিপ্রাকৃত গল্পগুলি পড়লে বোঝা যায় গল্পের কোথাও তিনি ভাষার ইন্দ্রজাল সৃষ্টি করে পাঠকের কাছে এই অত্যাশ্চর্য কাহিনীগুলি বিশ্বাসযোগ্য করে পরিবেশন করেননি। তাঁর এই জাতীয় প্রথম গল্প "তারানাথ তান্ত্রিকের গল্প"। সমস্ত গল্পটির মধ্যেই যোগিনীর অত্যাশ্চর্য ও অলৌকিক ক্রিয়াকলাপ দেখা যাচ্ছে। তাঁর এই জাতীয় আরো কয়েকটি গল্প হ'ল "বিরজা হোম ও তার বাবা", "বাঘের মন্ত্র", "মায়া", "কবিরাজের বিপদ" ইত্যাদি। তাঁর "রঙ্কিনী দেবীর খড়্গ" গল্পটি বাস্তবাশ্রিত। এছাড়া তাঁর "পেয়ালা", "মেডেল", "ভৌতিক পালঙ্ক", "খুঁটি দেবতা", "নুটিমন্তর" ইত্যাদি গল্পেও অতিপ্রাকৃতের ছোঁয়া পাওয়া যায়। তাঁর "রহস্য" গল্পটিতে পরিত্যক্ত বাগানবাড়ির বেদিকার শুভ্র মর্মর অপ্সরী মূর্তিগুলির ফুটফুটে জ্যোৎস্নায় পুকুরের জলে জীবন্তের মত জলকেলি করার ঘটনাকে অস্বাভাবিক বলেই মনে হয়। "অভিশপ্ত" গল্পটিতে অতীত যুগের বারভুঁইয়াদের একটি বিস্মৃত অধ্যায় অতিপ্রাকৃতরূপে উপস্থাপিত হয়েছে। "হাসি" গল্পে সুন্দরবনের কোনো এক জনপদের ধ্বংসস্তূপের চারিদিকে কোনো এক অভিশপ্ত অশরীরী আত্মার পৈশাচিক হাসি বর্ণিত হয়েছে।

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের অতিপ্রাকৃত কাহিনীগুলি ভিন্ন ধরণের। তাঁর অধিকাংশ অতিপ্রাকৃত গল্প সংস্কার, জনশ্রুতি ও কিংবদন্তীকে আশ্রয় করে গড়ে উঠেছে। তান্ত্রিক সাধনার বলে মানুষ অলৌকিক শক্তি আয়ত্ত করতে পারে - এই বিশ্বাসের উপর ভিত্তি করে তিনি "ছলনাময়ী" গল্পটির রচনা করেন।

কোজাগরী পূর্ণিমায় লক্ষ্মীকে বন্দিনী করা যায়, অতীত দিনের এই সংস্কার ও জনশ্রুতি নিয়ে "বন্দিনী কমলা" গল্পটি রচিত হয়েছে। "আখড়াইয়ের দীঘি" গল্পটি প্রচলিত কিংবদন্তী নিয়ে গড়ে উঠেছে। "ডাইনী" গল্পের পটভূমি গড়ে উঠেছে বীরভূমের রৌদ্রদগ্ধ ছাতিফাটার মাঠকে কেন্দ্র করে।

এই সময়কার লেখক মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় খুব বেশি অতিপ্রাকৃত গল্প না লিখলেও তাঁর "হলুদপোড়া" গল্পটি অতিপ্রকৃত গল্প হিসাবে অসামান্য। প্রেতাত্মা, ঝাড়ফুঁক, তন্ত্রমন্ত্র দ্বারা লেখক এমন এক অশরীরী জগৎ সৃষ্টি করেছেন, তাতে পাঠকের মনে ভয়ের সঞ্চার হয়।

রবীন্দ্রোত্তর যুগে যে সমস্ত গল্পকার অতিপ্রাকৃত গল্প লিখেছেন, তাঁদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ হলেন শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়। অতিপ্রাকৃতের সবরকম আঙ্গিক নিয়েই তিনি ছোটগল্প রচনা করেছেন, তাঁর প্রথম অতিপ্রাকৃত গল্প "প্রেতপুরী" তিনি ষোল বছর বয়সে রচনা করেছিলেন।

তাঁর অতিপ্রাকৃত গল্পগুলিকে তিনভাগে ভাগ করা যায়-(১) সত্যিকারের ভূতের গল্প। যেমন-'যাত্রী', 'কামিনী', 'ছোটকর্তা', 'মধুমালতী', 'বহুরুপী' ইত্যাদি। (২) ভূতহীন ভূতের গল্প- এজাতীয় গল্পে ভ্রম ও বিভ্রমের দ্বারা এক অবয়বহীন আতঙ্কের জগৎ গড়ে তোলা হয়েছে। যেমন- 'কালোমোরগ', 'অশরীরী', 'পিছু পিছু চলে', (৩) জন্মান্তর বা জাতিস্মর বিষয়ক অতিপ্রাকৃত গল্প। যেমন-'রক্তসন্ধ্যা', 'দেখা হবে', 'প্রত্নকেতকী', 'জাতিস্মর', 'মায়াকুরঙ্গী', 'দেহান্তর' ইত্যাদি। তাঁর অন্যান্য অতিপ্রাকৃত গল্পগুলি হ'ল - "রক্ত খদ্যোত", "টিকটিকির ডিম", "অন্ধকারে", "মরণ ভোমরা", "সবুজ চশমা", "প্রতিধ্বনি", "পঞ্চভূত", "আকাশবাণী", "ধীরেন ঘোষের বিবাহ", "দেহান্তর", "ভূত ভবিষ্যৎ", "নিবুত্তর", "গুহ্য", "শূন্য শুধু শূন্য নয়", "চিরঞ্জীব", "সতী", "নীলকর", "নখদর্পণ", "মালকোষ", "ফকির বাবা", "মরণ দোল" ইত্যাদি। তাঁর অধিকাংশ ভূতের গল্পের বক্তা হোল বরদা। সে বিহারপ্রবাসী, আড্ডাপ্রিয়। মিশুকে এই মানুষটি অতিপ্রাকৃত সম্বন্ধে নানা গল্প তার বন্ধুদের শুনিয়েছে।

শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের অতিপ্রাকৃত গল্পগুলি পড়লে বোঝা যাবে যে বিষয়বস্তু, উপস্থাপনা, চরিত্র-কল্পনা, সবদিক দিয়েই গল্পগুলি খুবই আকর্ষণীয় হয়েছে। অতিপ্রাকৃত কাহিনী রচনার ব্যাপারে তাঁর স্থান অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের পর আমরা চলে আসি বনফুলের অতিপ্রাকৃত গল্পের আলোচনায়। তিনিও বিচিত্র বিষয় নিয়ে অতিপ্রাকৃত গল্প লিখেছেন। তাঁর এই জাতীয় গল্পগুলি হ'ল "অবর্তমান", "শেষ কিস্তি", "ছাত্র", "জবরদখল", "জাগ্রত দেবতা", "পালানো যায় না", "মায়া", "কেন" ইত্যাদি।

বনফুলের "পালানো যায় না" গল্পটি একটি উৎকৃষ্ট অতিপ্রাকৃত গল্প। তাঁর "অবর্তমান গল্পটি বিশিষ্ট। একটি কাহিনীর মধ্যে আরেকটি, তারমধ্যে আরেকটি কাহিনী, এই তিনটে কাহিনী একসঙ্গে যুক্ত হয়ে গল্পটিকে আলাদা মর্যাদা দিয়েছে।

বনফুলের পর যে কয়েকজন অতিপ্রাকৃত গল্প লিখে প্রসিদ্ধি অর্জন করেছিলেন, তাঁদের মধ্যে অন্যতম হলেন প্রমথনাথ বিশী। তাঁর অধিকাংশ গল্পেই ভূতের অস্তিত্ব আছে। তাঁর এই জাতীয় গল্পগুলি হ'ল "খেলনা", "আয়না", "ফাঁসিগাছ", "নিশীথিনী", "বিনা টিকিটের যাত্রী", "সিন্দুক", "কালো

পাখি", "কপালকুণ্ডলার দেশে", "চিলা রায়ের গড়", "তান্ত্রিক". "অশরীরী", "স্বপ্নাদ্য কাহিনী", "ভৌতিক চক্ষু", "পুরন্দরের পুঁথি", "দ্বিতীয় পক্ষ", "গোস্পদ" ইত্যাদি।

বাংলা সাহিত্যে উল্লেখযোগ্য কিছু অতিপ্রাকৃত গল্প আছে, যার বিষয়বস্তু ট্রেন দুর্ঘটনা, এবং তাকে অবলম্বন করে নানা অনৈসর্গিক ঘটনা। যেমন-যোগেন্দ্রকুমার চট্টোপাধ্যায়ের "গার্ড ভুত", সৌরেন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়ের "নরক একসপ্রেস", সুলতা করের "রাত্রির যাত্রী", মহাশ্বেতা দেবীর "গোলাপমঞ্জিলে একরাত্রি" ইত্যাদি।

৯৬.৭ সারাংশ - ২

সাহিত্যক্ষেত্রে অতিপ্রাকৃতের এক বিশেষ স্থান আছে। অতিপ্রাকৃত গল্প হ'ল সেইসব গল্প যাতে অলৌকিক বা অতিপ্রাকৃত রস থাকে। যা কিছু স্বাভাবিক বা প্রাকৃত নয়, তাই অতিপ্রাকৃত।

রামায়ণ, মহাভারতের যুগ থেকে অতিপ্রাকৃত কাহিনী লেখায় স্থান পেয়ে থাকলেও বর্তমানে অতিপ্রাকৃত কাহিনীর সঙ্গে তার বিশেষ কোনো মিল নেই। তবে একথা ঠিক অতিপ্রাকৃত কাহিনীর প্রধান বৈশিষ্ট্য হ'ল এর ভীতিরস।

বাংলা সাহিত্যে ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায় কয়েকটি অতিপ্রাকৃত গল্প রচনা করেছিলেন। যেমন "কঙ্কাবতী", "মুক্তামালা", "পূজার ভূত", ইত্যাদি। তবে বাংলা সাহিত্যে সার্থক অতিপ্রাকৃত গল্প রচয়িতা হলেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। তাঁর এইজাতীয় গল্পগুলি হ'ল "নিশীথে", "ক্ষুধিত পাষাণ", "সম্পত্তি সমর্পণ" "কঙ্কাল", "গুপ্তধন", "মাস্টারমশাই" ইত্যাদি। অতিপ্রাকৃত গল্প লেখকদের মধ্যে বিশিষ্ট বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়, বনফুল প্রমুখরা উল্লেখযোগ্য কতকগুলি অতিপ্রাকৃত গল্প লিখেছিলেন।

৯৬.৮ অনুশীলনী- ২

নীচের প্রশ্নগুলির উত্তর করুন। উত্তর শেষে উত্তর সংকেতের সঙ্গে মিলিয়ে দেখুন।

(১) অতিপ্রাকৃত গল্প বলতে কি বোঝায়, তা নিজের ভাষায় বর্ণনা করুন।

(২) ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায় এবং রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের অতিপ্রাকৃত গল্পগুলি সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনা করুন।

(৩) রবীন্দ্রোত্তর যুগে একজন শ্রেষ্ঠ গল্প লেখকের অতিপ্রাকৃত গল্প সম্পর্কে যা জানেন লিখুন।

(৪) শূন্যস্থান পূরণ করুন ঃ

(ক) বাংলা সাহিত্যে সার্থক অতিপ্রাকৃত গল্প —— আগে পাওয়া যায় না।

(খ) —— গল্পের মধ্যেও ভয়াবহ আবহাওয়া ও রহস্যপূন্য পরিবেশ সৃষ্টি করা হয়েছে।

৫। সঠিক উত্তরে টিক (✓) চিহ্ন দিন ঃ

(ক) রবীন্দ্রনাথের লেখা প্রথম অতিপ্রাকৃত গল্প—
(১) নিশীথে
(২) ক্ষুধিত পাষাণ
(৩) মণিহারা

(খ) প্রমথ চৌধুরীর শ্রেষ্ঠ অতিপ্রাকৃত গল্প —
(১) গুপ্তধন
(২) আহুতি
(৩) মায়া

(গ) "বন্দিনী কমলা" গল্পের রচয়িতা —
(১) মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়
(২) তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়
(৩) শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়

৯৬.৯ মূলপাঠ- ৩ — উদ্ভট গল্পের সংজ্ঞা ও বিকাশের ধারা

Fantasy জাতীয় রচনাকে বাংলায় উদ্ভট রসের রচনা বলা যেতে পারে। সাধারণত এই শ্রেণীর গল্পে অসম্ভব কাহিনী বাস্তবতার সীমা অতিক্রমী রুপ লাভ করে। খেয়াল খুশির জগতের ঘটনাকে এই জাতীয় রচনায় দেখানো হলেও, মানব-জীবনের অসঙ্গতি দেখানোই এই জাতীয় রচনার মূল উদ্দেশ্য।

রুপকথা জাতীয় রচনা Fantasy-র পর্যায়ের হলেও, Fantasy-র সঙ্গে রুপকথার বড় পার্থক্য আছে। Fantasy-তে লেখকের কল্পনা বাস্তববর্জিত নয়, কিন্তু রুপকথা জাতীয় রচনা প্রায় বাস্তববর্জিত।

বাংলা সাহিত্যে ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায় সর্বপ্রথম উদ্ভট জাতীয় গল্প রচনা করেন। ত্রৈলোক্যনাথের কল্পলোকের আকাশ "আবোল তাবোল,"-এর আকাশ, fantasy-র আকাশ। তবে তাঁর সাহিত্যলোকের আকাশ উদ্ভট কল্পনার হলেও, ভূমি সামাজিক। তাঁর উদ্ভট জাতীয় রচনার প্রধান বৈশিষ্ট্য এই যে, গল্পগুলিকে কোথাও তিনি দ্বিধা সংশায়িত করেননি। ভূত, প্রেত, যক্ষ, পিশাচ, জীন, পরী প্রভৃতি অলৌকিক জীবের কল্পনায় তাঁর মন কানায় কানায় পূর্ণ ছিল ও তিনি যে কোনও উপলক্ষ্যে বাস্তব ঘটনার সঙ্গে এদের যুক্ত করে দিয়েছেন। তাঁর গল্পের ভূত ঠিক ভূতের মতোই ব্যবহার করে, এমনকি মানুষের সংস্পর্শে এলেও তাঁর ভৌতিক প্রকৃতি ক্ষুন্ন হয় না। তা ছাড়া বাঙালীর সাধারণ জীবনযাত্রা ও বিশ্বাসের সঙ্গে এই ভৌতিক আবির্ভাবের একটা সহজ মিল আছে। সময় সময় এর পেছনে বাঙালী সমাজের কুসংস্কার ও উদ্ভট ভাবকল্পনার বিরুদ্ধে একটা তীক্ষ্ম ব্যঙ্গ মনোভাবের পরিচয় পাওয়া যায়। ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায়ের এই জাতীয় রচনা হ'ল - "কঙ্কাবতী", "মুক্তমালা", "ডমরুচরিত" ইত্যাদি। ত্রৈলোক্যনাথের সর্বাপেক্ষা চমকপ্রদ সৃষ্টি ডমরুধর চরিত্র। ডমরুধর ত্রৈলোক্যনাথের সাহিত্য সৃষ্টির প্রতীক। অর্থাৎ তাঁর উদ্ভট কল্পনা ও সামাজিক ব্যাঙ্গের মূর্তিমান বিগ্রহ। উদ্ভট গল্পের মধ্যে দিয়ে তাঁর চরিত্রের অপূর্ব বিকাশ হয়েছে। অসম্ভব-কল্পনা-প্রসূত-কাহিনীর মুকুরে ডমরু-চরিত্র তার সমস্ত বীভৎসতা, আত্মপ্রসাদ, কূটবুদ্ধি ও ভক্তি অভিনয় নিয়ে আশ্চর্য সুসঙ্গতির সঙ্গে প্রতিবিম্বিত হয়েছে। পৃথিবীর ব্যঙ্গসাহিত্যে ডমরুধর এক অবস্মরণীয় চরিত্র।

ত্রৈলোক্যনাথের পরে আমরা চলে আসি রাজশেখর বসু ওরফে পরশুরামের উদ্ভট গল্পের আলোচনায়। রাজশেখর বসুর "ভুশণ্ডীর মাঠে" উদ্ভট কল্পনার এক পূর্ণ সফলতার নিদর্শন। এক মর-জীবনের দুই স্ত্রী-

পুরুষের জীবনে পূর্বজীবনের স্বামী ও স্ত্রীদের দাবির সম্মিলনে যে ত্রিভূজ দ্বন্দ্ব দেখা দিয়েছিল, তা উদ্ভট এবং হাস্যকর। সমসাময়িক বাস্তবজীবনের জটিলতার ওপরে এক জীবনের প্রচ্ছদ টেনে নিয়ে শিল্পী তারই গায়ে উদ্ভট কল্পনার হাসির তুলি বুলিয়েছেন।

"লম্বকর্ণ" গল্পটিতেও কিছুটা উদ্ভটত্বের আভাস পাওয়া যায় একটি ছাগলকে কেন্দ্র করে গল্পটি আবর্তিত হয়েছে। "দক্ষিণ রায়" গল্পটির শেষ সম্পূর্ণ লোককাহিনী নির্ভর এক দেবতার সক্রিয়তার সূত্র ধরে fantasy-তে। "স্বয়ংবরা" গল্পটি অতিরিক্ত প্রহসনের জন্য রসিকতার মর্যাদা হারিয়ে উদ্ভট খেয়াল বাস্তবতাকে অগ্রাহ্য করে কল্পনারাজ্যে উধাও হয়েছে। এছাড়া তাঁর "পরশপাথর" গল্পটিও fantasy-র পর্যায়ে পড়ে। "হনুমানের স্বপ্ন" গল্পটির মধ্যেও উদ্ভটত্বের ছোঁয়া পাওয়া যায়। গল্পগুলিতে লেখকের অসামান্য উদ্ভাবনশক্তি, কল্পনা-প্রাচুর্যের অজস্রতা ও বিসদৃশের সমাবেশ কৌশলে হাস্যরস সৃষ্টির সাবলীল নিপুণতা লক্ষ্য করা যায়।

পরবর্তী লেখক কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় যদিও fantasy জাতীয় গল্পে তাঁর কৃতিত্ব বেশী খোলে নি। তাঁর এই জাতীয় শ্রেষ্ঠ গল্প হ'ল "ভগবতীর পলায়ন"। এছাড়া "পঞ্জিকা-পঞ্চায়েৎ", "পূজার প্রসাদ", "মুক্তি", "সুবুদ্ধি" ইত্যাদি গল্পেও উদ্ভটত্বের আভাস পাওয়া যায়।

এছাড়া শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ও কয়েকটি উদ্ভট রসের গল্প রচনা করেছিলেন। যেমন-"সবুজ চশমা"। গল্পটিতে প্রেতলোকের সমস্ত দৃশ্যই সবুজ চশমার মধ্যে দেখতে পাওয়ার ঘটনা fantasy মূলক। "মায়াকুরঙ্গী" গল্প সংগ্রহে প্রায় সব কটিই ভৌতিক কাহিনীর সমষ্টি। এতে লেখকের ভূত কল্পনা সর্বগ্রাসীরুপে দেখা দিয়েছে। এছাড়া "শূন্য শুধু শূন্য নয়" গল্পটিও উদ্ভট রসের। গল্পটি আজগুবি ভৌতিক কল্পনার চরম সীমা স্পর্শ করেছে।

উপরিউক্ত গল্পগুলি ছাড়া রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের "ইচ্ছাপূরণ", অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের "গুরুজী" শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের "চিরঞ্জীব", মণীন্দ্রলাল বসুর "ব্লাউস্" ইত্যাদি গল্পগুলিতে উদ্ভট রসের স্বাদ মেলে।

৯৬.১০ সারাংশ- ৩

বাংলায় যাকে উদ্ভট বলা হয়, ইংরেজিতে তা অনেকাংশে fantasy-র সমতুল্য। উদ্ভট গল্পে বাস্তবের জগতের উপরে অবাস্তব বা অসম্ভব জগতকে প্রাধান্য দেওয়া হয় এবং মানবজীবনের অসঙ্গতি এই জাতীয় গল্পে দেখানো হয়।

বাংলা সাহিত্যে ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায় প্রথম উদ্ভট রসের গল্প রচনা করেন। তাঁর উল্লেখযোগ্য উদ্ভট গল্প হ'ল "কঙ্কাবতী", "মুক্তমালা", "ডমরুচরিত" ইত্যাদি।

ত্রৈলোক্যনাথ ছাড়া রাজশেখর বসু, কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখরা উল্লেখযোগ্য উদ্ভট গল্প রচনা করেছেন।

৯৬.১১ অনুশীলনী- ৩

নীচের প্রশ্নগুলির উত্তর করুন। উত্তর শেষে উত্তরসংকেতের সঙ্গে মিলিয়ে দেখুন।

(১) উদ্ভট জাতীয় গল্প কাকে বলে আলোচনা করে, বাংলা সাহিত্যের একজন লেখকের উদ্ভট গল্প সম্পর্কে সংক্ষেপে লিখুন।

(২) ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায় এবং রাজশেখর বসুর উদ্ভট গল্প সম্পর্কে আলোচনা করুন।
(৩) শূন্যস্থান পূরণ করুন।
(ক) পৃথিবীর ব্যঙ্গাসাহিত্যে —— এক অবিস্মরণীয় চরিত্র।
(খ) —— উদ্ভট কল্পনার এক পূর্ণ সফলতার নিদর্শন।
৪। সঠিক উত্তরে টিক (✓) চিহ্ন দিন।

(ক) "দক্ষিণ রায়" গল্পের লেখক—
(১) রাজশেখর বসু
(২) ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায়
(৩) রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

(খ) শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় রচনা করেছেন —
(১) সবুজ চশমা
(২) লম্বকর্ণ
(৩) সুবুদ্ধি

৯৬.১২ মূলপাঠ- ৪ সাংকেতিক ও প্রতীকধর্মী গল্পের সংজ্ঞা ও বিকাশের ধারা

সাংকেতিক ও প্রতীকধর্মী গল্পে কাহিনী, পাত্রপাত্রী ও পরিবেশ ইত্যাদি তার বাচ্যার্থকে অতিক্রম করে অন্য কোনো অর্থকে ব্যঞ্জিত করে এবং ব্যঞ্জনার মাধুর্য্যই গল্পের মধ্যে প্রধান হয়ে ওঠে। গল্পের সঙ্গে বাস্তবতার যোগ প্রত্যক্ষ এবং সেই বাস্তব ভিত্তিভূমির উপরেই গল্প রচিত হয়।

বাংলা সাহিত্যে সাংকেতিক ও প্রতীকধর্মী গল্পের সংখ্যা খুবই কম। এই শ্রেণীর গল্পের মধ্যে উল্লেখযোগ্য রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের "গুপ্তধন", "তাসের দেশ"। এছাড়া শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের "মরু ও সংঘ" গল্পটিকেও আমরা সাংকেতিক ও প্রতীকধর্মী গল্প বলতে পারি। এ কাহিনীতে মরুইপ্রকৃতির ও বালুকারাশির আগ্রাসী তৃষ্ণার যে কল্প চিত্র আঁকা হয়েছে তা এককথায় অনবদ্য।

প্রেমেন্দ্র মিত্রের "একটি রাত্রি" গল্পটি সাংকেতিকতার বিদ্যুৎ-ঝলকে উজ্জ্বল। কুয়াশাচ্ছন্ন রাত্রির মহানগরী যেমন নিজের, তেমনি মানুষেরও, এক নতুন, প্রাত্যহিকতার ছদ্মবেশমুক্ত পরিচয় উদঘাটিত করেছে। "মহানগর" গল্পটি সাংকেতিকতার সুষ্ঠু প্রয়োগে অপরূপ অর্থব্যঞ্জনায় ভরে উঠেছে। রাত্রির মেঘাচ্ছন্ন অন্ধকার ও ঊষার কুহেলি ঢাকা তরল যবনিকা মহানগরীর প্রান্তশায়িনী নদীর ওপর বিস্তৃত হয়ে তার চারপাশের দৃশ্য ও বক্ষপ্রসারিত অগণিত নৌযানের জটিল বিশৃঙ্খল সমাবেশের মধ্যে এক অতলস্পর্শ রহস্যের ইঙ্গিত সঞ্চারিত করেছে।

সুবোধ ঘোষের "অলীক" গল্পটির মধ্যেও সাংকেতিকতার পরিচয় পাওয়া যায়। গল্পটির প্রধান বৈশিষ্ট্য মানব চিত্রাঙ্কণে সাংকেতিকতার সার্থক প্রয়োগ। সাংকেতিক নির্দেশই গল্পটিকে বাস্তবের গ্লানি বীভৎসতা থেকে এক রূপকরাজ্যে উন্নীত করেছে।

এগুলি ছাড়াও রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের "তোতা কাহিনী"র সংকেত আগাগোড়াই বুদ্ধিগ্রাহ্য স্পষ্ট রূপগর্ভ। "ঘোড়া", "কর্তার ভূত"-ও প্রতীক ধর্মীর রচনা।

৯৬.১৩ সারাংশ- ৪

সাংকেতিক ও প্রতীকধর্মী গল্পে কাহিনী, পাত্রপাত্রী ও পরিবেশ অন্য কোনো অর্থের ব্যঞ্জনাবাহী।

অবশ্য তাতে বাস্তবজীবনের ওপর দাঁড়িয়ে থাকা কোনো কল্পনারই ছবি ফুটে ওঠে।

বাংলাসাহিত্যে এই জাতীয় গল্পের সংখ্যা খুবই কম। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রেমেন্দ্র মিত্র এই জাতীয় কয়েকটি গল্প লিখেছেন।

৯৬.১৪ অনুশীলনী- ৪

নীচের প্রশ্নগুলির উত্তর করুন। উত্তর শেষে উত্তরসংকেতের সঙ্গে মিলিয়ে দেখুন।

(১) সাংকেতিক ও প্রতীকধর্মী গল্প কাকে বলে উল্লেখ করে, বাংলাসাহিত্যের কয়েকটি সাংকেতিক ও প্রতীকধর্মী গল্পের নাম করুন।

(২) শূন্যস্থান পূরণ করুন।

(ক) আর —— হ'ল —— পরিচয় দেয়, এমন কোন ————।

(খ) প্রেমেন্দ্র মিত্রের ———— গল্পটি সাংকেতিকতার বিদ্যুৎ ঝলকে উজ্জ্বল।

৩। সঠিক উত্তরে টিক (✓) চিহ্ন দিন।

(ক) "মরু ও সংঘ" গল্পের রচয়িতা —
- (১) শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়
- (২) সুবোধ ঘোষ
- (৩) প্রেমেন্দ্র মিত্র

(খ) রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর রচনা করেছিলেন —
- (১) অলীক
- (২) কর্তার ভূত
- (৩) মহানগর

৯৬.১৫ উত্তরমালা

অনুশীলনী - ১

১ এবং ২ নম্বর প্রশ্নের উত্তরের জন্য মূলপাঠ ১ -এর প্রাসঙ্গিক অনুচ্ছেদগুলি ভালো করে পড়ুন। তাহলেই উত্তর করতে পারবেন।

৩। (ক) নবীন

(খ) সাময়িক, ছোটগল্পের।

(গ) মধুমতী, প্রথম, ছোটগল্প।

৪। (ক) ১৮১৯

(খ) ১২৮০

অনুশীলনী - ২

১-৩ নম্বর প্রশ্নের উত্তরের জন্য মূলপাঠ-২ এর প্রাসঙ্গিক ৩নুচ্ছেদগুলি ভালো করে পড়ুন। তাহলেই উত্তর করতে পারবেন।

৪। (ক) রবীন্দ্রনাথের
(খ) গুপ্তধন
৫। (ক) নিশীথে
(খ) আহুতি
(গ) তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়

অনুশীলনী - ৩

১ এবং ২ নম্বর প্রশ্নের উত্তরের জন্য মূল পাঠ ৩ -এর প্রাসঙ্গিক অনুচ্ছেদগুলি ভালো করে পড়ুন, তাহলেই উত্তর করতে পারবেন।

৩। (ক) ডমরুধর
(খ) ভুশণ্ডীর মাঠে
৪। (ক) রাজশেখর বসু
(খ) সবুজ চশমা

অনুশীলনী - ৪

১ নম্বর প্রশ্নের উত্তরের জন্য মূলপাঠ ৪-এর প্রাসঙ্গিক অনুচ্ছেদগুলি ভালো করে পড়ুন। তাহলেই উত্তর করতে পারবেন।

২। (ক) প্রতীক, বাস্তবজীবনেরই, কল্পনা
(খ) একটি রাত্রি
৩। (ক) শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়
(খ) কর্তার ভূত

৯৬.১৬ গ্রন্থপঞ্জি

১। শিশিরকুমার দাশ — বাংলা ছোটগল্প।

২। ভুদেব চৌধুরী — বাংলা সাহিত্যের ছোটগল্প ও গল্পকার।

৩। অমল কুমার ঘোষ — বাংলা সাহিত্যে অলৌকিক ও অতিপ্রাকৃত।

৪। শুদ্ধসত্ত্ব বসু — বাংলা সাহিত্যের নানারুপ।

৫। শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় — বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা।